Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

গুনাহের ক্ষতি

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

উম্মে রুবাইয়া

রোলঃ 228020146

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

গুনাহের ক্ষতি

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

উম্মে রুবাইয়া

রোলঃ 228020146

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " গুনাহের ক্ষতি " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে গুনাহের ক্ষতি , আইডিঃ 228020146 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " গুনাহের ক্ষতি " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আরমান হোসাইন উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

উম্মে রুবাইয়া

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

উম্মে রুবাইয়া

আইডিঃ 228020146

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা(Introduction): 7

গুনাহের প্রকারভেদঃ 8

ব্যক্তিজীবনে গুনাহের ক্ষতিঃ..22

১. জ্ঞান ও মুখস্থশক্তি কমে যাওয়াঃ..23

২.রিযক্ব থেকে বঞ্চিত হওয়াঃ 24

৩. আল্লাহর আনুগত্য কঠিন মনে হওয়াঃ 25

৪. অন্তর মরে যাওয়া ও অপমানিত হওয়া :..25

৫.সবসময় ভীত-সন্ত্রস্ত থাকা ও মনস্তাত্বিক রোগে ভোগা :..26

৬.লজ্জা-শরম কমে যাওয়া :..26

৭. আল্লাহর নি'আমত থেকে বঞ্চিত হওয়াঃ 27

৮. গুনাহের কারণে গুনাহগার ও তার রবের মাঝে এবং তার ও অন্যান্য মানুষের মধ্যে দূরত্ব ও দুঃসম্পর্ক তৈরি হয় : 27

৯. দৈনন্দিন কাজে বাধাপ্রাপ্ত হওয়া ও সমস্যায় পড়াঃ..28

১০. গুনাহ গুনাহগারের জীবনকে অন্ধকারময় করে দেয় :..28

১১. গুনাহের কারণে আল্লাহর আনুগত্য থেকে বঞ্চিত হতে হয় :..29

১২. গুনাহ চূড়ান্ত ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায় :..29

১৩. গুনাহের কাজের প্রতি ঘৃণাভাব দূর হয়ে যায় :..30

১৪. গুনাহ অন্তরকে গাফিল করে দেয় :..30

গুনাহের পারিবারিক ক্ষতিঃ..31

১. পারিবারিক শান্তি ও রহমত হারিয়ে যায়..31

২. গুনাহের কারণে আল্লাহর গজব ও শাস্তি নেমে আসে..32

৩. সন্তানদের চরিত্র ও ভবিষ্যৎ প্রভাবিত হয়..32

৪. দোয়া কবুল হয় না, বরকত উঠে যায়ঃ..33

৫. তাওফিক ও হিদায়াত হারিয়ে যায়..33

সামাজিক জীবনে গুনাহের ক্ষতিঃ 33
১. সামাজিক অবক্ষয় ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়-..33
২. ন্যায়-নীতি ও আল্লাহভীতি হ্রাস পায়- 34
৩. আল্লাহর গজব ও শাস্তি নেমে আসে-..34
৪. সুস্থ সামাজিক সম্পর্ক ধ্বংস করে - 34
৫. সমাজে নিরাপত্তাহীনতা ও অপরাধ বৃদ্ধি পায়- 34
৬. ভালো মানুষেরাও বিপদের শিকার হয়- 35
রাষ্ট্রীয়ভাবে গুনাহের ক্ষতিঃ 35
১. জাতি ধ্বংস হয়ে যায় – আল্লাহর গজব নেমে আসে 35
২. ন্যায়বিচার হারিয়ে যায়, সমাজে জুলুম ছড়িয়ে পড়ে 36
৩. আল্লাহ তাওফিক কেড়ে নেন, নেতা হয় অযোগ্য ও দুর্নীতিপরায়ণ-......................................36
৪. ফিতনা ও নিরাপত্তাহীনতা ছড়িয়ে পড়ে 36
৫. দোয়া কবুল হয় না, বরকত চলে যায়-...36
৬. ইসলামি মূল্যবোধ বিলুপ্ত হয়, অশ্লীলতা ও অন্যায় প্রকাশ্যে হয় 37
মুসলিমদের শক্তি বিনষ্ট হওয়া :..37
গুনাহ মাফের উপায়ের প্রকারভেদঃ...42
* উপলক্ষযুক্ত উপায় :...42
* উপলক্ষহীন উপায় :..43
গুনাহ মাফের উপায়ঃ...44
১. ইস্তিগফার বা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করাঃ 44
২.ইসলামি দন্ড ভোগ করাঃ...49
৩.কবিরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকাঃ..52
৪.গায়েব অবস্থায় আল্লাহকে বিশ্বাস করাঃ 52
গুনাহ মাফের দোয়াঃ 59
উপসংহারঃ 64

ভূমিকা(Introduction):

আমাদের সমাজে **গুনাহ** শব্দটির ব্যবহারের বহুল প্রচলন থাকলেও মূলত এটি একটি **ফার্সি** শব্দ। বাংলা ভাষায় **গুনাহ** যেই শব্দের দ্বারা পরিচিতি লাভ করেছে তার নাম হলো **পাপ**। বাংলা অভিধানে এর কিছু সমার্থক শব্দ রয়েছে যেমন -**দোষ,অন্যায়, কলুষ, দুষ্কৃতি** ইত্যাদি।আরবীতে গুনাহ বা পাপ বুঝানোর জন্য অনেকগুলো পরিভাষা ব্যবহৃত হয়। যেমন- আল ইস্ম (الإثم), আল খাত্বা ও আল খাত্বীআহ্ (الخطأ والخطيئة), আল মা'সিয়াহ্ (المعصية), আল জুর্ম (الجرم), আয্ যাম্ব (الذنب) ইত্যাদি।

এ সকল পরিভাষার মধ্যে কিছু সূক্ষ্ম পার্থক্য থাকলেও মূলত গুনাহ বা পাপ বলতে যা বুঝায় তা হলো-আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর হুকুম অমান্য করা বা তাঁদের বিরুদ্ধাচরণ করা ও তাঁদের নিষেধকৃত কাজ করা,তা প্রকাশ্যেই হোক বা গোপনে হোক।

সৃষ্টি জীবের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা শুধুমাত্র মানবজাতি ও জিনজাতিকে তার ইবাদত করার জন্য নির্ধারণ করেছেন।তাই এ দুই জাতির জন্যই গুনাহ শব্দটি প্রযোজ্য। কেননা আল্লাহ তায়ালা এই দুই জাতির কর্মের হিসেব নিবেন।এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেন–
সূরা আয-যারিয়াত (51:56):

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

বাংলা অনুবাদ:
"আমি জিন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি কেবলমাত্র আমার ইবাদতের জন্য।"
সূরা আর-রাহমান (55:31):

سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ

বাংলা অনুবাদ:
“হে জিন ও মানব জাতি! আমি শিগগিরই তোমাদের হিসাবের জন্য সময় করব (অর্থাৎ তোমাদের হিসাব নেব)।”

বর্তমান আধুনিক যুগে চারদিকে পাপাচারের সয়লাব।গুনাহে জড়ানোর হাজারো রাস্তা উন্মুক্ত হচ্ছে বিভিন্ন আঙ্গিকে। এ যেন অন্যায়,অশ্লীলতা ছড়ানোর বিরামহীন প্রতিযোগিতা ।আল্লাহর প্রিয় হতে হলে এই অন্যায় থেকে আমাদের নিজেরদেরকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।কেননা মানব জীবনে গুনাহ বা পাপ এমন এক মারাত্মক ব্যাধি,যা আত্মিক, নৈতিক ও সামাজিক জীবনে গভীর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এছাড়াও গুনাহ মানুষের হৃদয়কে কলুষিত করে, 'ঈমানকে দুর্বল' করে এবং 'আল্লাহর রহমত' থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।সুতরাং আল্লাহ তায়ালার নিকটবর্তী হতে চাইলে আমাদের ছোট -বড়ো, প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে সংঘটিত সকল গুনাহ থেকে নিজদেরকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন-"গুনাহের ধারে-কাছে যেও না" — এ বিষয়ে কুরআনে বহু জায়গায় সতর্ক করা হয়েছে। নিচে একটি প্রসিদ্ধ আয়াত তুলে ধরা হলো, যা এই অর্থটি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে:

সূরা আল-আন'আম (6:120):

وَذَرُوا ظَاهِرَ الإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ

অর্থ :

"তোমরা পাপের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য দিকগুলো পরিহার করো। নিশ্চয় যারা পাপ করে, তারা শীঘ্রই তার প্রতিফল পাবে যা তারা অর্জন করে।"

এই প্রবন্ধে আমরা গুনাহের ক্ষতি,গুনাহের তওবা এবং মুসলমানদের করণীয় নিয়ে আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

গুনাহের প্রকারভেদঃ

গুনাহ বা পাপগুলোকে মূলত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১.কাবীরা গুনাহ বা বড় গুনাহ: যেসকল গুনাহের ব্যাপারে কুরআন ও হাদিসে কঠোর শাস্তি, লানত এবং ইমান থেকে বিচ্যুত হবার মতো হুশিয়ারি উল্লেখ করা হয়েছে ঐসকল গুনাহকে কবীরা গুনাহ বলে।

যেমন -শির্ক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া, নিরপরাধ মানুষ হত্যা করা, বিদ্‘আত করা, মিথ্যা বলা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া, যাদু করা, সুদ খাওয়া ইত্যাদি।

এসকল গুনাহের কারনে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। তাই কবীরা গুনাহের শাস্তি থেকে বাঁচতে হলে তওবা করা জরুরী।

২. সগীরা গুনাহ বা ছোট গুনাহ: কুরআন এবং হাদিসে
যেসকল গুনাহের সম্পর্কে শাস্তি কিংবা লানতের বর্ননা নেই সে-সকল গুনাহকে সগীরা গুনাহ বলে। যেমন- পরনারীর প্রতি দ্বিতীয়বার তাকানো,অপ্রয়োজনীয় কথা বলা,সামান্য রাগ,সময়ের অপচয়,হালকা ধরণের অহংকার ইত্যাদি।

সগীরা গুনাহের ব্যাপারে শাস্তির উল্লেখ না থাকলেও এসকল পাপ থেকে বেঁচে থাকা উচিত। এছাড়া প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য,ইচ্ছকৃত-অনিচ্ছাকৃত,শারিরীক আত্মীক গুনাহ বিদ্যমান রয়েছে। যেগুনাহগুলোতে আমরা প্রতিনিয়ত জড়িয়ে আছি।আল্লাহ তায়া’লা আমাদের এসকল গুনাহসমূহকে উপলব্ধি করা এবং এর ভয়াবহতা থেকে বেঁচে থাকার তৌফিক দিন আমিন।

নিম্নে কাবীরা গুনাহের তালিকা দেয়া হলো-

কাবীরা গুনাহের কোন সুনির্দিষ্ট তালিকা কুরআন ও হাদীসে একই জায়গায় ধারাবাহিকভাবে আসেনি। বিভিন্ন আয়াত ও হাদীস গবেষণা করে ‘আলিমগণ কাবীরা গুনাহের তালিকা প্রণয়ন করেছেন। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হচ্ছেন ইমাম হাফিয শামসুদ্দীন আয্ যাহাবী (রহিমাহুল্লাহ)[1]। তিনি তার কিতাব “আল কাবায়ির”-এর মধ্যে অর্ধশতাধিক কাবীরা গুনাহের তালিকা দিয়েছেন। সম্প্রতি সাউদী আরবের বিখ্যাত ‘আলিম শাইখ মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম বিন ‘আবদুল্লাহ আত্ তুয়াইজিরী একটি তালিকা প্রণয়ন করেছেন যা তার রচিত ইসলামী ফিকহ বিশ্বকোষ-এর ১৬ তম পর্বে “কিতাবুল কাবায়ির” নামে উল্লিখিত হয়েছে। নিম্নে সেই তালিকাটি পেশ করা হলো। উল্লেখ্য যে, তিনি তার লেখায় প্রতিটি কাবীরা গুনাহর দলীল উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আমরা কলেবর বৃদ্ধির শঙ্কায় দলীলগুলোর মূলপাঠ (Text) উল্লেখ না করে শুধু সূত্র (রেফারেন্স) উল্লেখ করে দিয়েছি। যাতে করে কোন পাঠক চাইলে সেই সূত্র ধরে বিস্তারিত জেনে নিতে পারেন।[2]

(ক) অন্তরের কাবীরা গুনাহ :

১. কুফর[3]
২. শির্ক[4]
৩. অহংকার[5]
৪. মুনাফিক্বী[6]
৫. রিয়া বা লোক দেখানো ‘আমল[7]
৬. যাদু করা[8]
৭. অশুভ লক্ষণ বিশ্বাস করা[9]

(খ) জ্ঞান ও জিহাদ সংক্রান্ত কাবীরা গুনাহ :

৮. আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশে জ্ঞান অর্জন করা[10]
৯. জ্ঞান গোপন করা[11]
১০. আল্লাহ ও রাসূল (সা.)-এর উপর মিথ্যা আরোপ করা[12]
১১. জ্ঞান অনুযায়ী ‘আমল না করা[13]
১২. আল্লাহর পথে দা‘ওয়াত দানে বিরত থাকা বা দা‘ওয়াতী কাজ ছেড়ে দেয়া[14]
১৩. সৎ কাজের আদেশ দান ও অসৎ কাজে নিষেধ করা হতে বিরত থাকা বা তা ছেড়ে দেয়া[15]
১৪. আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা হতে বিরত থাকা বা তা ছেড়ে দেয়া[16]
১৫. ভ্রান্তদলের পক্ষে যুদ্ধ করা[17]
১৬. যুদ্ধে মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্ব করা ও তাদেরকে সাহায্য করা[18]

(গ) ‘ইবাদাতের ক্ষেত্রে কাবীরা গুনাহ

১৭. পেশাব হতে বেঁচে/সতর্ক না থাকা (যথাযথভাবে পরিচ্ছন্ন না থাকা)[19]
১৮. সলাত পরিত্যাগ করা[20]
১৯. সলাতে ইমামের পূর্বে কোন কাজ করা[21]
২০. সলাত আদায়কারীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করা[22]
২১. যাকাত দানে বাধা দেয়া বা যাকাত না দেয়া[23]
২২. সিয়াম পরিত্যাগ করা[24]

২৩. হাজ্জ পরিত্যাগ করা[25]

২৪. আল্লাহকে স্মরণ না করা[26]

(ঘ) শাসন-প্রশাসন ও লেনদেনের ক্ষেত্রে কাবীরা গুনাহ

২৫. আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান ছাড়া শাসন/বিচার করা[27]

২৬. শাসক কর্তৃক নাগরিকদের ধোঁকাদান বা নাগরিকদের সাথে প্রতারণা করা[28]

২৭. অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ ভক্ষণ করা[29]

২৮. সূদ খাওয়া[30]

২৯. ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাৎ ও অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করা[31]

৩০. জুয়া খেলা[32]

৩১. মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া[33]

৩২. শরীয়তের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করা[34]

৩৩. স্বাধীন ব্যক্তিকে বিক্রয় করে মূল্য গ্রহণ করা[35]

৩৪. অন্যায়ভাবে মালিকানা দাবি করা[36]

৩৫. মানুষের সাথে প্রতারণা করা[37]

৩৬. মিথ্যা কসম করে পণ্য বিক্রয় করা[38]

৩৭. অন্যায় উদ্দেশে পণ্য মজুদ করা[39]

৩৮. মিথ্যা শপথ করা[40]

৩৯. দোষ গোপন ও মিথ্যা কথা বলে পণ্য বিক্রয় করা[41]

৪০. হারাম ব্যবসা করা[42]

৪১. যুলুম করে (অন্যায়ভাবে) কোন কিছু গ্রহণ করা[43]

৪২. সাক্ষ্য গোপন করা[44]

৪৩. জমিনের সীমানা/খুঁটি অন্যায়ভাবে পরিবর্তন করা[45]

(ঙ) পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ক কাবীরা গুনাহ

৪৪. অধীনদের ওপর অত্যাচার করা[46]

৪৫. পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া[47]

৪৬. আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা[48]

৪৭. কারো বংশ নিয়ে কটাক্ষ করা[49]

৪৮. বিনা কারণে মুসলিমের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা[50]

৪৯. মন্দ নামে ডাকা[51]

৫০. প্রতিবেশীর সাথে দুর্ব্যবহার করা[52]

৫১. মানুষকে কষ্ট দেয়া[53]

৫২. এমন কথা বলা যা বললে আল্লাহ্ তা'আলা রাগান্বিত হন[54]

৫৩. মুসলিমকে কাফির বলা[55]

৫৪. বিনা প্রয়োজনে ভিক্ষাবৃত্তি করা[56]

৫৫. স্বামীর অবাধ্য হওয়া[57]

৫৬. স্ত্রীর ওপর অত্যাচার করা[58]

৫৭. স্বামীর ডাকে সাড়া না দেয়া[59]

৫৮. মুত্'আহ্ (সাময়িক চুক্তিভিত্তিক)বিবাহ করা[60]

৫৯. গায়রে মাহরাম (যাদের সাথে বিবাহ বৈধ) মহিলার সাথে বিবাহহীন অবস্থায় নির্জনে অবস্থান করা[61]

৬০. সন্তানদের মাঝে সমতা বিধান না করা[62]

৬১. দ্বিমুখী নীতি অবলম্বন করা[63]

(চ) চারিত্রিক কাবীরা গুনাহ

৬২. মিথ্যা বলা[64]

৬৩. সতী-সাধ্বী নারীকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া[65]

৬৪. গীবত ও চোগলখোরী করা[66]

৬৫. আমানতের খিয়ানত করা[67]

৬৬. অভিশাপ দেয়া[68]

৬৭. সাহাবীদেরকে গালি দেয়া[69]

৬৮. অসমীচীন ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা[70]

৬৯. সীমালঙ্ঘন করা[71]

৭০. অত্যাচার ও শত্রুতা করা[72]

৭১. মারাত্মক ঝগড়া বিবাদ করা[73]

৭২. অশ্রাব্য গালিগালাজ করা[74]

৭৩. হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করা[75]

৭৪. গর্ব ও অহংকার করা[76]

৭৫. কৃপণতা করা[77]

৭৬. বাড়াবাড়ি করা[78]

৭৭. বিশ্বাসঘাতকতা করা[79]
৭৮. অপকৌশল ও ঠকবাজি করা[80]
৭৯. অন্যায়ভাবে মানুষকে হত্যা করা[81]
৮০. আত্মহত্যা করা[82]
৮১. অপচয় করা[83]
৮২. অপব্যয় করা[84]
৮৩. স্বেচ্ছাচারিতা করা[85]
৮৪. গোয়েন্দাগিরি করা[86]
৮৫. অন্যায়ভাবে রাগান্বিত হওয়া[87]
৮৬. অশ্লীল ভাষায় কথা বলা[88]
৮৭. আল্লাহর পাকড়াও থেকে নিরাপদ মনে করা[89]
৮৮. আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া[90]
৮৯. অপরের প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করা[91]
৯০. উপকার করে খোঁটা দেয়া[92]
৯১. আল্লাহর ওয়ালীদের সাথে শত্রুতা করা[93]
৯২. আল্লাহর শত্রুদের সাথে বন্ধুত্ব করা[94]
৯৩. হারামের মধ্যে ডুবে থাকা[95]
৯৪. ওয়াদা ভঙ্গ করা[96]
৯৫. মাদকাসক্ত হওয়া[97]
৯৬. যিনা বা ব্যভিচার করা[98]
৯৭. সমকামিতায় লিপ্ত হওয়া[99]
৯৮. চুরি করা[100]
৯৯. ডাকাতি করা[101]
১০০. চেহারায় দাগ কাটা ও চিহ্ন দেয়া[102]
১০১. সোনা-রূপার পাত্রে পানাহার করা[103]
১০২. পুরুষের রেশম বা স্বর্ণের পোশাক পরিধান করা[104]
১০৩. অস্ত্র দিয়ে কারো দিকে ইশারা করা[105]
১০৪. জানা সত্ত্বেও অন্যকে পিতা দাবী করা[106]
১০৫. বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ ও বাজনা শোনা[107]
১০৬. কবরের উপর বসা[108]
১০৭. টাখনুর নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পড়া[109]

১০৮. পুরুষদের মহিলার বেশ এবং মহিলাদের পুরুষদের বেশ ধারণ করা[110]

১০৯. ছায়ায় ও রাস্তায় প্রসাব-পায়খানা করা[111]

১১০. মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত কোন জন্তুকে আটকে রাখা[112]

১১১. কোন জন্তুকে তীর বা গুলি লাগানোর ট্রেনিং-এর লক্ষ্য বস্তু বানানো[113]

১১২. বিনা কারণে কুকুর পোষা[114]

১১৩. মৃত জন্তু ও রক্ত খাওয়া[115]

উল্লেখ্য যে, উপর্যুক্ত তালিকায় বর্ণিত গুনাহগুলোর মধ্যে শাস্তির পরিমাণ ও ভয়ংকরিতার দিক থেকে পার্থক্য রয়েছে। এগুলোর কোনটি পৃথিবীতে দন্ডনীয় অপরাধ আবার কোনটির পৃথিবীতে দন্ড উল্লেখ নেই। আবার কিছু গুনাহ কাবীরা গুনাহ কিনা তা নিয়ে ‘আলিমগণের মধ্যে সঙ্গত কারণেই মতবিরোধ রয়েছে। তাছাড়া যেহেতু এখানে সংক্ষেপে শুধু গুনাহগুলোর শিরোনাম উল্লেখ করা হয়েছে সেহেতু উল্লিখিত শিরোনামগুলোর সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা বোঝা জরুরি। নতুবা ভুল বোঝার আশঙ্কা রয়েছে। এগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য সংশিস্নষ্ট সুন্নাহ্ থেকে বাংলায় প্রকাশিত হয়েছে।

[3]. সূরা আল বাক্বারাহ্ ২ : ১৬১-১৬২; সূরা আন্ নাহ্ল ১৬ : ১০৬; সূরা আন্ নিসা ৪ : ১৩৬; সূরা আন্ নিসা ৪ : ১৫০-১৫১।

[4]. সূরা আল বায়্যিনাহ্ ৯৮ : ৬; সূরা আন্ নিসা ৪ : ৪৮; সূরা আল মায়িদাহ্ ৫ : ৭২; সহীহুল বুখারী : ৬৮৫৭, সহীহ মুসলিম : ২৭২, সুনান বায়হাক্বী : ১৭১২৮; সহীহুল বুখারী : ২৬৫৪, সহীহ মুসলিম : ২৬৯, জামি‘ আত্ তিরমিযী : ১৯০১,৩০১৯।

[5]. সূরা আল মু’মিন ৪০ : ৬০; সূরা আন্ নিসা ৪ : ১৭২-১৭৩; সূরা আল বাক্বারাহ্ ২ : ৩৪; সহীহুল বুখারী : ৬০৭১, সহীহ মুসলিম : ৭৩৬৬, সুনান আবূ দাঊদ : ৪৫৯৫, সুনান ইবনু মাজাহ : ২৬৪৯।

[6]. সূরা আন্ নিসা ৪ : ১৪৫; সূরা আত্ তাওবাহ্ ৯ : ৬৮; সূরা আত্ তাওবাহ্ ৯ : ৭।

[7]. সূরা আল কাহ্ফ ১৮ : ১১০; সহীহ মুসলিম : ৭৬৬৬, সুনান ইবনু মাজাহ : ৪২০২, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ : ৯৩৮; সহীহ মুসলিম : ৫০৩২, সুনান আন্ নাসায়ী : ৩১৩৭, মুসতাদরাক হাকিম : ২৫২৪।

[8]. সূরা আল বাক্বারাহ্ ২ : ১০২; সহীহুল বুখারী : ৬৮৫৭, সহীহ মুসলিম : ২৭২, সুনান বায়হাক্বী : ১৭১২৮।

[9]. সূরা ইয়াসীন ৩৬ : ১৮-১৯; সুনান আবূ দাঊদ : ৩৯১০, জামি‘ আত্ তিরমিযী : ১৬১৪।

[10]. সূরা আন্ নিসা ৪ : ১৪২; সহীহ মুসলিম : ৫০৩২, সুনান আন্ নাসায়ী : ৩১৩৭, মুসতাদরাক হাকীম : ২৫২৪, ৩৬৪, মুসনাদ আহমাদ : ২৮৭৭।

[11]. সূরা আল বাক্বারাহ্ ২ : ১৫৯-১৬০; সূরা আল বাক্বারাহ্ ২ : ১৭৪-১৭৫; সুনান আবূ দাঊদ : ৩৬৫৮, জামি‘ আত্ তিরমিযী : ২৬৪৯, সুনান ইবনু মাজাহ : ২৬৪, হাদীসটি হাসান, সহীহ।

[12]. সূরা আল আন্‘আম ৬ : ১৪৪; সূরা আন্ নাহ্ল ১৬ : ১১৬-১১৭; সহীহুল বুখারী : ১১০, সহীহ মুসলিম : ৪, সুনান ইবনু মাজাহ : ৩০, সুনান আবূ দাঊদ : ৩৬৫১।

[13]. সূরা আস্ সফ্ ৬১ : ২-৩, সহীহুল বুখারী : ৩২৬৭, সহীহ মুসলিম : ৭৬৭৪।

[14]. সূরা আ-লি ‘ইমরা-ন ৩ : ১০৪-১০৫; সূরা মুহাম্মাদ ৪৭ : ৩৮।

[15]. সূরা আল মায়িদাহ্ ৫ : ৭৮-৭৯; সূরা আল মায়িদাহ্ ৫ : ৮০; সূরা আ-লি ‘ইমরা-ন ৩ : ১০৪-১০৫।

[16]. সূরা আত্ তাওবাহ্ ৯ : ৩৮-৩৯; সহীহ মুসলিম : ৫০৪০, সুনান আবূ দাঊদ : ২৫০২, সুনান আন্ নাসায়ী : ৩০৯৭; সহীহুল বুখারী : ২৭৬৬, সহীহ মুসলিম : ২৭২।

[17]. সহীহ মুসলিম : ৪৮৯২, সুনান আন্ নাসায়ী : ৪১১৪, সহীহ ইবনু হিববান : ৪৫৮০।

[18]. সূরা আত্ তাওবাহ্ ৯ : ২৩; সহীহ মুসলিম : ৪৮০৩, সুনান আন্ নাসায়ী (কুবরা) : ১১৫৩৬।

[19]. সহীহুল বুখারী : ২১৬, সহীহ মুসলিম : ৭০৩, সুনান আন্ নাসায়ী : ২০৬৭, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ : ৫৫।

[20]. সূরা মারইয়াম ১৯ : ৫৯; সহীহ মুসলিম : ২৫৬, সুনানুল কুবরা বায়হাক্বী : ৬৪৯৫।

[21]. সহীহুল বুখারী : ৬৯১, সহীহ মুসলিম : ৯৯২।

[22]. সহীহুল বুখারী : ৫১০, সহীহ মুসলিম : ১১৬০, মুয়াত্ত্বা মালিক : ১৬২, ৫২৬, সুনান আন্ নাসায়ী : ৭০১।

[23]. সূরা আ-লি ‘ইমরা-ন ৩ : ১৮০; সূরা আত্ তাওবাহ্ ৯ : ৩৪; সূরা আত্ তাওবাহ্ ৯ : ৩৫; সহীহুল বুখারী : ১৪৬০, সহীহ মুসলিম : ২৩৪৭, শারহুস্ সুন্নাহ্ বাগাভী : ১৫৫৯; সহীহ মুসলিম : ২৩৩৯, সুনান আবূ দাঊদ : ১৬৫৮, সুনান আন্ নাসায়ী : ২৪৪২।

[24]. সূরা আল বাক্বারাহ্ ২ : ১৮৩; সহীহুল বুখারী : ৮, সহীহ মুসলিম : ১২২, ১২৩।

[25]. সূরা আ-লি ‘ইমরা-ন ৩ : ৯৭; সহীহুল বুখারী : ৮, সহীহ মুসলিম : ১২২।

[26]. সূরা আল আ‘রাফ ৭ : ২০৫; মুসনাদ আহমাদ : ৯৫৮০, জামি‘ আত্ তিরমিযী : ৩৩৮০।

[27]. সূরা আল মায়িদাহ্ ৫ : ৪৪; সূরা আল মায়িদাহ্ ৫ : ৪৫; সূরা আল মায়িদাহ্ ৫ : ৪৭; সহীহুল বুখারী : ৭১৫১, সহীহ মুসলিম : ৩৮৩, সুনানুল কুবরা বায়হাক্বী : ১৭৯০১।

[28]. সূরা আশ্ শূরা ৪২ : ৪২; সূরা সোয়াদ ৩৮ : ২৬; সহীহুল বুখারী : ৭১৫০, সহীহ মুসলিম : ৪৮৩৪।

[29]. সূরা আল বাক্বারাহ্ ২ : ১৮৮; সূরা আন্ নিসা ৪ : ২৯।

[30]. সূরা আল বাক্বারাহ্ ২ : ২৭৮-২৭৯; সূরা আ-লি 'ইমরা-ন ৩ : ১৩০-১৩১; সহীহ মুসলিম : ৪১৭৭।

[31]. সূরা আন্ নিসা ৪ : ১০; সহীহুল বুখারী : ৬৮৫৭, সহীহ মুসলিম : ২৭২, সুনান আবূ দাঊদ : ২৮৭৪।

[32]. সূরা আল মায়িদাহ্ ৫ : ৯০-৯১।

[33]. সূরা আল হাজ্জ ২২ : ৩০ সহীহুল বুখারী : ২৬৫৪, সহীহ মুসলিম : ২৬৯।

[34]. সহীহুল বুখারী : ২৪২৪, সহীহ মুসলিম : ৪১৩৬।

[35]. সহীহুল বুখারী : ২২২৭, সুনান ইবনু মাজাহ : ২৪৪২, মুসনাদ আহমাদ : ৮৬৭৭।

[36]. সহীহুল বুখারী : ৩৫০৮, সহীহ মুসলিম : ২২৬, সহীহ ইবনু হিববান : ১৫৩৩৫।

[37]. সূরা আন্ নিসা ৪ : ২৯; সহীহ মুসলিম : ২৯৫, সহীহ ইবনু হিববান : ৪৯০৫, শারহুস্ সুন্নাহ্ বাগাভী : ২১২০।

[38]. সূরা আ-লি 'ইমরা-ন ৩ : ৭৭; সহীহুল বুখারী : ২৩৬৯, সহীহ মুসলিম : ৩১০; সহীহুল বুখারী : ২০৮৭, সহীহ মুসলিম :৪২০৯; সহীহ মুসলিম : ৩০৬।

[39]. সহীহ মুসলিম : ৪২০৭, সুনান আবূ দাঊদ : ৩৪৪৭।

[40]. সূরা আ-লি 'ইমরা-ন ৩ : ৭৭; সহীহুল বুখারী : ২৩৫৬, সহীহ মুসলিম : ৩৭২, সুনান আন্ নাসায়ী : ৫৯৭৬, সুনান আবূ দাঊদ : ৩২৪২; সহীহ মুসলিম : ৩৭০, সুনান দারিমী : ২৬৪৫, মুয়াত্ত্বা মালিক : ১১।

[41]. সহীহুল বুখারী : ২০৮২, সহীহ মুসলিম : ৩৯৩৭; সহীহুল বুখারী : ৬৮৭৪, সহীহ মুসলিম : ২৯৪, সুনান ইবনু মাজাহ : ২৫৭৫, সুনান আন্ নাসায়ী : ৪১০০।

[42]. সূরা লুক্বমান ৩১ : ৬; সহীহুল বুখারী : ২২২৩, সহীহ মুসলিম : ৪১৩২, সুনান ইবনু মাজাহ : ২১৬৭, সুনান আবূ দাঊদ : ৩৪৮৬; সুনান আবূ দাঊদ : ৩৬৭৪, সুনান ইবনু মাজাহ : ৩৩৮০, সুনানুল কুবরা বায়হাক্বী : ১০৭৭৮।

[43]. সূরা আল ফুরক্বান ২৫ : ১৯; সহীহুল বুখারী : ২৪৫২, সহীহ মুসলিম :৪২২০; সহীহুল বুখারী : ২৪৫৪, শারহুস্ সুন্নাহ্ বাগাভী : ২১৬৬।

[44]. সূরা আল বাক্বারাহ্ ২ : ২৮৩; সূরা আল বাক্বারাহ্ ২ : ২২৮।

[45]. সহীহ মুসলিম : ৫২৩৯, সুনান আন্ নাসায়ী : ৪৪৪২, সুনানুল কুবরা বায়হাক্বী : ১৭০১৭।

[46]. সহীহ মুসলিম : ৪৮২৬, সুনান আন্ নাসায়ী : ৮৮২২, সুনানুল কুবরা বায়হাক্বী : ২০৪৬৬; সহীহ মুসলিম : ৩৮৩, সুনানুল কুবরা বায়হাক্বী : ১৭৯০১।

[47]. সূরা বানী ইসরাঈল ১৭ : ২৩-২৪; সহীহুল বুখারী : ২৬৫৪, সহীহ মুসলিম : ২৬৯, জামি‘ আত্ তিরমিযী : ১৯০১, ৩০১৯; সহীহুল বুখারী : ৫৯৭৩, সহীহ মুসলিম : ২৭৩, সুনান আবূ দাউদ : ৫১৪১।

[48]. সূরা মুহাম্মাদ ৪৭ : ২২-২৩; সহীহুল বুখারী : ৫৯৮৯, সহীহ মুসলিম : ৬৬৮৩, শারহুস্ সুন্নাহ্ বাগাভী : ৩৪৩৪, ৩৪৩৬; সহীহুল বুখারী : ৫৯৮৪, সহীহ মুসলিম : ৬৬৮৫, সুনান আবূ দাউদ : ১৬৯৬।

[49]. সূরা আল হুজুরাত ৪৯ : ১১; সহীহ মুসলিম : ২২০৩, জামি‘ আত্ তিরমিযী : ১০০১, শারহুস্ সুন্নাহ্ বাগাভী : ১৫৩৫।

[50]. সহীহুল বুখারী : ৬০৭৭, সহীহ মুসলিম : ৬৬৯৭, সুনান আবূ দাউদ : ৪৯১১, জামি‘ আত্ তিরমিযী : ১৯৩২; সহীহ মুসলিম : ৬৭০৯, মুসনাদ আহমাদ : ৯১৯৯; সুনান আবূ দাউদ : ৪৯১৫, মুসনাদ আহমাদ : ১৭৯৩৫, মুসতাদ্রাক হাকীম : ৭২৯২।

[51]. সূরা আল হুজুরাত ৪৯ : ১১; সহীহুল বুখারী : ৬০৪৪, সহীহ মুসলিম : ২৩০, সুনান ইবনু মাজাহ : ৬৯, সুনান আন্ নাসায়ী : ৪১০৫; সহীহুল বুখারী : ৩০, সহীহ মুসলিম : ৪৪০৫।

[52]. সহীহুল বুখারী : ৬০১৬, মুসনাদ আহমাদ : ৮৪১১, ৮৪১২, ৮৪১৩; সহীহ মুসলিম : ১৮১, মুসনাদ আহমাদ : ৮৮৫৫, সহীহ ইবনু হিববান : ৫১০।

[53]. সূরা আল বুরূজ ৮৫ : ১০; সূরা আল আহযাব ৩৩ : ৫৮; সহীহ মুসলিম : ৬৮২৩, সুনানুল কুবরা বায়হাক্বী : ১৬৬৬৫, সহীহ ইবনু হিববান : ২৮৭।

[54]. সূরা আত্ তাওবাহ্ ৯ : ৬৫-৬৬; সহীহুল বুখারী : ৬৪৭৮, সহীহ মুসলিম : ৭৬৭২।

[55]. সূরা আল আহযাব ৩৩ : ৫৮; সহীহুল বুখারী : ৬০৪৫, সহীহ মুসলিম : ৬১, শারহুস্ সুন্নাহ্ বাগাভী : ৭৮৭১।

[56]. সহীহুল বুখারী : ১৪৭৪, সহীহ মুসলিম : ২৪৪৫-২৪৪৬; সুনান ইবনু মাজাহ : ১৮৩৮, শারহুস্ সুন্নাহ্ বাগাভী : ৭৮৭১।

[57]. সূরা আন্ নিসা ৪ : ৩৪; সহীহুল বুখারী : ৩২৩৭, সহীহ মুসলিম : ৩৬১১, মুসনাদ আহমাদ : ৭৪৬৫; সহীহুল বুখারী : ৩০৪, সহীহ মুসলিম : ২৫০, সুনান ইবনু মাজাহ : ৪০০৩।

[58]. সূরা আন্ নিসা ৪ : ১২৯; সহীহ মুসলিম : ৩৭২১, মুসনাদ আহমাদ : ৮৩৬৩, সুনানুল কুবরা বায়হাক্বী : ১৪৭২৭; সহীহুল বুখারী : ৫১৮৬, সহীহ মুসলিম : ৩৭২০, সুনানুল কুবরা

নাসায়ী : ৯০৯৫; সুনান আবূ দাঊদ : ২১৩৩, জামি‘ আত্ তিরমিযী : ১১৪১, সুনান আদ্ দারিমী : ২২৫২।

[59]. সহীহুল বুখারী : ৫১৯৪, সহীহ মুসলিম : ৩৬১১, সুনান আদ্ দারিমী : ২২৭৪; সহীহ মুসলিম : ৩৬১৩; সহীহুল বুখারী : ৩২৩৭; সুনান আবূ দাঊদ : ২১৪১।

[60]. সহীহ মুসলিম : ৩৪৯৬, সুনানুল কুবরা নাসায়ী : ৫৫১৯।

[61]. সহীহুল বুখারী : ৫২৩২, সহীহ মুসলিম : ৫৮০৩, সুনান আদ্ দারিমী : ২৬৮৪; সহীহুল বুখারী : ৩০০০৬; সহীহ মুসলিম : ৩৩৩৬; সুনানুল কুবরা বায়হাক্বী : ১০১৩৪।

[62]. সহীহুল বুখারী : ২৫৮৭, সহীহ মুসলিম : ৪২৬৯; সুনান আন্ নাসায়ী : ৩৬৮১; সহীহ ইবনু হিববান : ৫১০৩।

[63]. সূরা আন্ নিসা ৪ : ১০৮; সহীহুল বুখারী : ৬০৫৮; সহীহ মুসলিম : ৬৭৯৮; মুসনাদ আহমাদ : ১০৪২৭।

[64]. সূরা আল ‘আন্কাবূত ২৯ : ৬৮; সহীহুল বুখারী : ৬০৯৪, সহীহ মুসলিম : ৬৮০৩, সুনান আদ্ দারিমী : ২৭৫৭; সহীহুল বুখারী : ৩৩, সহীহ মুসলিম : ২২০; সুনান আবূ দাঊদ : ৪৬৮৮; জামি‘ আত্ তিরমিযী : ২৬৩২।

[65]. সূরা আন্ নূর ২৪ : ২৩; সূরা আন্ নূর ২৪ : ৪; সহীহুল বুখারী : ২৭৬৬, সহীহ মুসলিম : ২৭২।

[66]. সূরা আল হুজুরাত ৪৯ : ১২; সূরা আল ক্বলাম ৮৬ : ১০-১৩; সহীহ মুসলিম : ৬৭৫৮, সুনান আবূ দাঊদ : ৪৮৭৪, শারহুস্ সুন্নাহ্ বাগাভী : ৩৫৬১; সহীহুল বুখারী : ৬০৫৬; সহীহ মুসলিম : ৩০৩।

[67]. সূরা আল আনফাল ৮ : ২৭; সহীহুল বুখারী : ৩৪; সহীহ মুসলিম : ২১৯।

[68]. সহীহুল বুখারী : ৬০৪৭, সহীহ মুসলিম : ২১১০; সহীহ মুসলিম : ৬৭৭৭; সুনান আবূ দাঊদ : ৪৯০৭।

[69]. সহীহুল বুখারী : ৩৬৭৩, সহীহ মুসলিম : ৬৬৫১, সুনান ইবনু মাজাহ : ১৬১, সুনান আবূ দাঊদ : ৪৬৫৮; সহীহুল বুখারী : ৩৭৮৩; সহীহ মুসলিম : ২৪৬; জামি‘ আত্ তিরমিযী : ৩৯০০।

[70]. সূরা আল হুজুরাত ৪৯ : ১১; সূরা আত্ তাওবাহ্ ৯ : ৬৫; সূরা আত্ তাওবাহ্ ৯ : ৬৬।

[71]. সূরা আশ্ শূরা ৪২ : ৪২; সূরা আল আ‘রাফ ৭ : ৩৩; সুনান আবূ দাঊদ : ৪৯০২, জামি‘ আত্ তিরমিযী : ২৫১১; সুনান ইবনু মাজাহ : ৪২১১।

[72]. সূরা আল কাহ্ফ ১৮ : ২৯; সূরা কফ ৫০ : ২৪-২৬; সূরা হূদ ১১ : ১০২; সহীহুল বুখারী : ৪৬৮৬, সহীহ মুসলিম : ৬৭৪৬, জামি‘ আত্ তিরমিযী : ৩১১০; সহীহুল বুখারী : ২৪৪২, সহীহ মুসলিম : ৬৭৪৩, সুনান আবূ দাঊদ : ৪৮৯৩।

[73]. সূরা আল হাজ্জ ২২ : ৩; সূরা আন্ নিসা ৪ : ১১৫; সহীহুল বুখারী : ২৪৫৭; সহীহ মুসলিম : ৬৯৫১।

[74]. সূরা আল আহযাব ৩৩ : ৫৮; সহীহুল বুখারী : ৪৮; সহীহ মুসলিম : ২৩০।

[75]. সূরা আল বাক্বারাহ্ ২ : ১০৯; সহীহুল বুখারী : ৬০৬৪; সহীহ মুসলিম : ৬৭০১।

[76]. সূরা গাফির/আল মু’মিন ৪০ : ৬০; সূরা লুক্বমান ৩১ : ১৮; সহীহ মুসলিম : ২৭৫; সুনান ইবনু মাজাহ : ৫৯; সহীহুল বুখারী : ৪৯১৮; সহীহ মুসলিম : ৭৩৬৬।

[77]. সূরা আ-লি ‘ইমরা-ন ৩ : ১৮০; সুনান আবূ দাঊদ : ১৬৯৮; শারহুস্ সুন্নাহ্ বাগাভী : ৪১৬১।

[78]. সূরা আল মায়িদাহ্ ৫ : ৭৭; মুসনাদ আহমাদ : ১৮৫১; সুনান আন্ নাসায়ী : ৩০৫৭; সূরা আ-লি ‘ইমরা-ন ৩ : ১৬১; সহীহ মুসলিম : ৩২৩; সুনান আদ্ দারিমী : ২৫৩২।

[79]. সহীহুল বুখারী : ৩১৮৮; সহীহ মুসলিম : ৪৬২৭; সহীহ মুসলিম : ৪৬৩৬; বায়হাক্বী : ১৬৬৩৫।

[80]. সূরা আল ফা-ত্বির ৩৫ : ১০; সূরা আল ফা-ত্বির ৩৫ : ৪৩; সূরা আন্ নিসা ৪ : ১৪২; সহীহ মুসলিম : ৭৩৮৬, মুসনাদ আহমাদ : ১৭৪৮৪।

[81]. সূরা আন্ নিসা ৪ : ৯৩; সূরা আল ফুরক্বান ২৫ : ৬৮-৭০; সহীহুল বুখারী : ২৭৬৬, সহীহ মুসলিম : ২৭২।

[82]. সূরা আন্ নিসা ৪ : ২৯; সূরা আন্ নিসা ৪ : ৩০; সহীহুল বুখারী : ৩৪৬৩; সহীহ মুসলিম : ১১৩।

[83]. সূরা আল আ‘রাফ ৭ : ৩১; সূরা আল মু’মিন ৪০ : ৪৩।

[84]. সূরা বানী ইসরাঈল ১৭ : ২৬; সূরা বানী ইসরাঈল ১৭ : ২৭; সুনান আবূ দাঊদ : ২৮৭২; সুনান আন্ নাসায়ী : ৩৬৬৮; সুনান ইবনু মাজাহ : ২৭১৮।

[85]. সূরা সোয়াদ ৩৮ : ৫৫-৫৬; সূরা আন্ না-যি‘আ-ত ৭৯ : ৩৭-৩৯; সূরা আন্ নাবা ৭৮ : ২১-২২।

[86]. সূরা আল হুজুরাত ৪৯ : ১২; সহীহুল বুখারী : ৬০৬৪, সহীহ মুসলিম : ৬৭০১; সুনান ইবনু মাজাহ : ৩৮৪৯, সুনান আবূ দাঊদ : ৪৯১০; সহীহুল বুখারী : ৭০৪২; বায়হাক্বী : ১৪৫৭২।

[87]. সূরা আল আ‘রাফ ৭ : ২০০; সহীহুল বুখারী : ৬১১৬, মুসনাদ আহমাদ : ১০০১১; সহীহুল বুখারী : ৩৩৮২, সহীহ মুসলিম : ৬৮১২।

[88]. সূরা আল আ'রাফ ৭ : ৩৩; সূরা আন্ নাহল ১৬ : ৯০; সহীহুল বুখারী : ৬০৩২; সহীহ মুসলিম : ৬৭৬১।

[89]. সূরা আল আ'রাফ ৭ : ৯৯; সূরা আন্ নাহল ১৬ : ৪৫-৪৭।

[90]. সূরা ইউসুফ ১২ : ৮৭; সূরা বানী ইসরাঈল ১৭ : ৮৩; সূরা আয্ যুমার ৩৯ : ৫৩; সূরা আল হিজর ১৫ : ৫৫-৫৬; সূরা ফুসসিলাত ৪৯।[91]. সূরা আল ফাৎহ ৪৮ : ৬; সূরা ফুসসিলাত ৪১ : ২২-২৩; সহীহুল বুখারী : ৬০৬৬, সহীহ মুসলিম : ৬৭০১।

[92]. সূরা আল বাক্বারাহ্ ২ : ২৬৪; সহীহ মুসলিম : ৩০৬, সুনান ইবনু মাজাহ : ২২০৮; সুনান আবূ দাঊদ : ৩৪৭৪।

[93]. সূরা আল বুরূজ ৮৫ : ১০; সহীহুল বুখারী : ৬৫০২; শারহুস্ সুন্নাহ্ বাগাভী : ১২৪৭।

[94]. সূরা আল মুজাদালাহ্ ৫৮ : ২২; সূরা আল মায়িদাহ্ ৫ : ৫১।

[95]. সূরা আল হাজ্জ ২২ : ২৫; সহীহুল বুখারী : ৬৮৮২; বায়হাক্বী : ১৫৯০২।

[96]. সূরা আল বাক্বারাহ্ ২ : ২৭; সূরা আর্ রা'দ ১৩ : ২৫; সূরা আল মায়িদাহ্ ৫ : ১৩; সহীহ মুসলিম : ৪৮৯২, সুনান আন্ নাসায়ী : ৪১১৪।

[97]. সূরা আল মায়িদাহ্ ৫ : ৯০-৯১; সহীহ মুসলিম : ৫৩৩৫, মুসনাদ আহমাদ : ১৪৮৮০; সহীহুল বুখারী : ৫৫৭৫, সহীহ মুসলিম : ৫৩৪১।

[98]. সূরা বানী ইসরাঈল ১৭ : ৩২; সূরা আন্ নূর ২৪ : ২-৩।

[99]. সূরা আল আ'রাফ ৭ : ৮০-৮৪; সুনান আবূ দাঊদ : ৪৪৬২, জামি' আত্ তিরমিযী : ১৪৫৬।

[100]. সূরা আল মায়িদাহ্ ৫ : ৩৮; সহীহুল বুখারী : ২৪৭৫, সহীহ মুসলিম : ২১১; সহীহুল বুখারী : ৬৭৬৩; সহীহ মুসলিম : ৪৫০৩।

[101]. সূরা আল মায়িদাহ্ ৫ : ৩৩।

[102]. সহীহ মুসলিম : ৫৬৭২; সহীহ মুসলিম : ৫৬৭৪।

[103]. সহীহুল বুখারী : ৫৪২৬, সহীহ মুসলিম : ৫৫২১; সহীহ মুসলিম : ৫৫০৯।

[104]. সহীহুল বুখারী : ৫৮৩৪; সহীহ মুসলিম : ৫৫৩১; সহীহ মুসলিম : ৫৫৯৩।

[105]. সহীহ মুসলিম : ৬৮৩২।

[106]. সহীহুল বুখারী : ৬৭৬৬; সহীহ মুসলিম : ২২৯।

[107]. সূরা লুক্বমান ৩১ : ৬; সহীহুল বুখারী : ৫৫৯০; সহীহ মুসলিম : ৪০৩৯।

[108]. সহীহ মুসলিম : ২২৯২।

[109]. সহীহ মুসলিম : ৩০৬, সুনান ইবনু মাজাহ : ২২০৮; সুনান আবূ দাঊদ : ৩৪৭৬; সহীহুল বুখারী : ৫৭৮৭।

[110]. সহীহুল বুখারী : ৫৮৮৫; সুনান ইবনু মাজাহ : ১৯০৪; শারহুস্ সুন্নাহ্ বাগাভী : ৩২০৭; ৩২০৮; সহীহুল বুখারী : ৫৮৮৬; সুনান আবূ দাঊদ : ৪৯৩২; মুসনাদ আহমাদ : ২১২৩।

[111]. সহীহ মুসলিম : ৬৪১, সুনান আবূ দাঊদ : ২৫; সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ : ৬৭; শারহুস্ সুন্নাহ্ বাগাভী : ১৯১।

[112]. সহীহুল বুখারী : ৩৩১৮; সহীহ মুসলিম : ৫৯৮৯।

[113]. সহীহুল বুখারী : ৫৫১৫; সহীহ মুসলিম : ৫১৭৪।

[114]. সহীহুল বুখারী : ৫৪৮১; সহীহ মুসলিম : ৪১০৬।

[115]. সূরা আল মায়িদাহ্ ৫ : ৩।

ব্যক্তিজীবনে গুনাহের ক্ষতিঃ

গুনাহের পরকালীন শাস্তির কথা আমরা সবাই জানি। কিন্তু আমরা অনেকেই গুনাহের ইহকালীন কুপ্রভাব সম্পর্কে জানি না। আসলে আমাদের ব্যক্তি জীবনে, পারিবারিক জীবনে, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে গুনাহের অনেক কুপ্রভাব রয়েছে। গুনাহ আমাদের জীবনযাপনকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করে। কখনো কখনো ব্যক্তির করা গুনাহের প্রভাব ব্যক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, আবার কখনো সেই প্রভাব ব্যক্তিকে ছাড়িয়ে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রে এমনকি সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে।

আমরা নিয়মিত গুনাহ করে যাচ্ছি। অথচ এসব গুনাহ আমাদের জীবনে কিভাবে কুপ্রভাব বিস্তার করে যাচ্ছে তা আমরা অনেকেই বুঝি না, বোঝার চেষ্টাও করি না। খারাপ থেকে বাঁচার জন্যই খারাপকে চিনতে হবে।

কবি আবূ ফারাস আল হামদানী[1] বলেছেন :

عرفت الشَّرَّ لا للشَّر ... لكن لتوقِّيهِ

ومن لا يعرف الشَّرَّ ... من النَّاس يقع فيهِ

"আমি খারাপকে চিনেছি, খারাপ কিছু করার জন্য নয় বরং খারাবী থেকে বাঁচার জন্য; আর যে মানুষ খারাপকে চিনবে না সে তাতে পতিত হবে।"[2]

কিন্তু কুরআন, হাদীস এবং সালাফে সালিহীনের বিভিন্ন বক্তব্যের মাধ্যমে জানা যায়, এই গুনাহগুলো আমাদের জীবনে কী ভয়াবহ প্রভাব বিস্তার করছে। গুনাহ থেকে বাঁচার অনুভূতি মনের মধ্যে তৈরি করার জন্য গুনাহের কুপ্রভাব জানা জরুরি। তাই গুনাহ মাফের উপায় বর্ণনা করার আগে আমাদের ব্যক্তিজীবনে গুনাহের কিছু প্রভাব আলোচনা করা জরুরি মনে করছি। নিম্নে কিছু কুপ্রভাব উল্লেখ করা হলো :

১. জ্ঞান ও মুখস্থশক্তি কমে যাওয়াঃ

জ্ঞান ও মুখস্থ শক্তি আল্লাহর দেয়া অনন্য নি‘আমত। গুনাহের কারণে আল্লাহ এই নি‘আমত তুলে নেন। ইমাম শাফি‘ঈ (রহিমাহুল্লাহ)[3]একদিন মাদীনায় ইমাম মালিক (রহিমাহুল্লাহ)[4]-এর সামনে বসা ছিলেন। তখন ইমাম মালিক ইমাম শাফি‘ঈকে দেখে বুঝলেন যে, ছেলেটির মধ্যে প্রতিভা আছে। তাই তিনি তাকে নসীহত হিসেবে বলেন,

إني أرى الله قد ألقى على قلبك نوراً فلا تطفئه بظلمة المعصية

‘‘আমি দেখতে পাচ্ছি আল্লাহ তোমার অন্তরে আলো (জ্ঞান) দান করেছেন, অতএব তুমি এই আলোকে গুনাহের অন্ধকার দিয়ে নিভিয়ে দিও না।
’’ইমাম শাফি‘ঈ (রহিমাহুল্লাহ) নিজেই বলেন :

شكوت إلى وكيع سوء حفظي *** فأرشدني إلى ترك المعاص
وأخبرني بأن العلم نور *** ونور الله لا يهدى لعاصي

‘‘আমি আমার শিক্ষক ওয়াকি‘-এর নিকট দুর্বল মুখস্থশক্তির ব্যাপারে অভিযোগ করলাম (অর্থাৎ আমি বললাম যে, আমার মুখস্থশক্তি/স্মৃতিশক্তি দুর্বল। এখন আমি কী করতে পারি?) জবাবে তিনি আমাকে বললেন, আমি যেন গুনাহের কাজ পরিত্যাগ করি। তিনি আরও বললেন, জেনে রাখো, জ্ঞান হচ্ছে আলো। আর আল্লাহর আলো তিনি কোন গুনাহগারকে দেন না।’’[5]

অনেকে বিভ্রান্ত হন যখন দেখেন, কোন গুনাহগারকেও আল্লাহ তা‘আলা জ্ঞান ও মুখস্থশক্তি দান করেন। এটা কেন? এর উত্তর জানতে নিচের আয়াত দু’টি পড়ুন :

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِيْ آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ -175 وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُون176 ◌َ

‘‘আর তুমি তাদের নিকট সে ব্যক্তির সংবাদ পাঠ কর, যাকে আমি আমার আয়াতসমূহ দিয়েছিলাম। অতঃপর সে তা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল এবং শয়তান তার পেছনে লেগেছিল। ফলে সে বিপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিল। আর আমি ইচ্ছা করলে উক্ত নিদর্শনাবলীর মাধ্যমে তাকে অবশ্যই উচ্চ মর্যাদা দিতাম, কিন্তু সে পৃথিবীর প্রতি ঝুঁকে পড়েছে

এবং নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে। সুতরাং তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে কুকুরের মতো। যদি তার উপর বোঝা চাপিয়ে দাও তাহলে সে জিহবা বের করে হাঁপাবে অথবা যদি তাকে ছেড়ে দাও তাহলেও সে জিহবা বের করে হাঁপাবে। এটি হচ্ছে সে কওমের দৃষ্টান্ত যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে। অতএব তুমি কাহিনীসমূহ বর্ণনা কর, যাতে তারা চিন্তা করে।''[6]

ইমাম ইবনুল ক্বায়্যিম আল জাউযিয়্যাহ্ (রহিমাহুল্লাহ)[7] বলেন,

"ففي الآية دليل على أنه ليس كل من آتاه الله العلم فقد رفعه به، إنما الرفعة بالعلم درجة فوق مجرد إتيانه"

''এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, আল্লাহ যাকে জ্ঞান দান করেন তাকেই উচ্চমর্যাদা দান করেন না। যথাযথ জ্ঞানের মাধ্যমে উচ্চমর্যাদা লাভ শুধু জ্ঞানার্জনের চেয়ে অনেক উত্তম ব্যাপার।''

উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা বোঝা গেলো যে, আল্লাহ কোন গুনাহগারকে জ্ঞানের আলো দেন না। বাহ্যিকভাবে কাউকে দিয়েছেন বলে দেখা গেলে বুঝে নিতে হবে যে, এটি তার জন্য পরীক্ষা। ক্বিয়ামাতের বিচারের মাঠে তার এই জ্ঞান তার বিরুদ্ধেই প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপিত হবে। তাই জ্ঞান ও মুখস্থশক্তি বৃদ্ধির জন্য এবং অর্জিত জ্ঞান ধরে রাখার জন্য গুনাহের কাজ বর্জনের ও জ্ঞানানুযায়ী 'আমলের কোন বিকল্প নেই। সকল মানুষের বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের এই বিষয়ে বেশি সচেতন হওয়া জরুরি।

২.রিযক্ব থেকে বঞ্চিত হওয়াঃ

গুনাহের কুপ্রভাবগুলো মধ্যে অন্যতম হলো, গুনাহ করলে তা গুনাহকারীর জীবিকা কমিয়ে দেয় বা সে বরকতপূর্ণ জীবিকা থেকে বঞ্চিত হয়। আমরা অনেকেই একসময় ভালো ও পর্যাপ্ত খাবার এবং অন্যান্য নি'আমত ভোগ করলেও হঠাৎ দেখি রিযক্ব ও নি'আমত কমে যাওয়া শুরু করেছে। তখন আমরা হতাশ হই, এর কারণ খুঁজি। আসল কারণের কথা হাদীসেই বর্ণিত হয়েছে। সাওবান হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন :

''«لَا يَرُدُّ الْقَدَرَ إِلَّا الدُّعَاءُ وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمُرِ إِلَّا الْبِرُّ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيبُه»

‘‘দু‘আ ব্যতীত আর কিছুই ভাগ্যকে ফেরায় (পরিবর্তন করে) না, পুণ্য ব্যতীত আর কিছু আয়ুকে বাড়ায় না এবং কৃত পাপের কারণেই বান্দা জীবিকা থেকে বঞ্চিত হয়।’’[৪]

অন্য হাদিসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "নিশ্চয়ই বান্দা তার গুনাহের কারণে রিজিক থেকে বঞ্চিত হয়।" — *ইবনে মাজাহ: ৪০২২*

গুনাহ আল্লাহর অসন্তুষ্টি ডেকে আনে, যার ফলে দুনিয়াবি নেয়ামতেও সংকীর্ণতা দেখা দেয়।

৩. আল্লাহর আনুগত্য কঠিন মনে হওয়াঃ

গুনাহের কাজের অন্যতম কুপ্রভাব হলো আল্লাহর আদেশ-নিষেধ না মানা এবং নিজের মনের ইচ্ছার লাগামহীন অনুসরণ করা। মানুষ যখন গুনাহ করতে থাকে এবং গুনাহের পরিমাণ বাড়াতে থাকে তখন ধীরে

ধীরে তার ‘ইবাদাতের পরিমাণ কমতে থাকে, ঈমান সঙ্কুচিত হতে থাকে, ‘ইবাদাতের প্রতি মনোযোগে ঘাটতি দেখা দেয়, আল্লাহর আনুগত্য করতে না পারলে দুঃখ বা আফসোস লাগে না। গুনাহের প্রভাবে আল্লাহর ‘ইবাদাত করা কঠিন মনে হতে থাকে। অন্যায়-অশ্লীলতার চর্চায় সুখ লাভ করে এবং তা অভ্যাসে পরিণত হয়।আল্লাহর আনুগত্য ও শয়তানের আনুগত্য একই সাথে সমান গতিতে চলতে পারে না। তাই শয়তানের আনুগত্যের মাধ্যমে গুনাহ অর্জন করতে থাকলে আল্লাহর আনুগত্য করতে মন আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। যারা আল্লাহর আনুগত্যে অনীহাবোধ করে, অলসতাবোধ করে অথচ তারা একসময় ‘ইবাদাতে মনোযোগী ছিল এবং অন্যকেও দা‘ওয়াত দিত তখন বুঝে নিতে হবে যে, তার উপরে তার কৃত গুনাহের কুপ্রভাব পড়েছে। তাই সে ইবাদাতে গাফিল ও পিছিয়ে। তাইতো যারা কাফির তাদেরকে আল্লাহ তা‘আলা কুরআনে মৃত বলেছেন; তারা জীবিত নয়। (সূরা আন্ নাহ্ল ১৬ : ২১) অর্থাৎ কাফিররা শারীরিকভাবে জীবিত থাকলেও আত্মিক ও মানসিকভাবে তারা মৃত।

৪. অন্তর মরে যাওয়া ও অপমানিত হওয়া :

গুনাহ মানুষের অন্তরকে মেরে ফেলে। এর কারণে অন্তরের স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যহত হয়। গুনাহে লিপ্ত থাকা অসম্মানেরও কারণ। সম্মান দেয়ার মালিক আল্লাহ। আল্লাহর অবাধ্যতা করে সম্মানিত হওয়া যায় না। বরং আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে মানুষের সম্মান ও ভালোবাসা পাওয়া যায়। ফলে সে সকলের আন্তরিক ভালোবাসায় সিক্ত হয়।আল্লাহর ভালোবাসা পেলে

যেমন মানুষের ভালোবাসা ও সম্মান পাওয়া যায় তেমনি আল্লাহর অবাধ্যতা করলে তার বিরাগভাজন হতে হয় এবং অপমানিত হতে হয়।
ইমাম 'আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহিমাহুল্লাহ)[9] বলেন :

رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها

وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها

"আমি দেখেছি গুনাহ অন্তরকে মেরে ফেলে আর সর্বদা গুনাহে লিপ্ত থাকা অপমান নিয়ে আসে। গুনাহ পরিত্যাগ করা অন্তরের বাঁচিয়ে রাখে আর নফস্ বা প্রবৃত্তির অনুসরণ না করার মধ্যেই কল্যাণ নিহীত।"

৫.সবসময় ভীত-সন্ত্রস্ত থাকা ও মনস্তাত্বিক রোগে ভোগা :

গুনাহগার ব্যক্তি সবসময় জানা-অজানা ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে। তাকে দেখেই বোঝা যায় যে, সে ভীত, নিরাপত্তাহীন। যখন কেউ গুনাহ করে তখন সে আল্লাহর নিরাপত্তা থেকে বের হয়ে যায়। আর আল্লাহর আনুগত্য হচ্ছে এমন এক নিরাপত্তা যার ভিতরে কেউ ঢুকলে সে দুনিয়া ও আখিরাতের শাস্তি থেকে নিরাপত্তা লাভ করবে।

আর যে আল্লাহর আনুগত্যের নিরাপত্তা থেকে বের হয়ে যাবে সে সর্বদা ভীত-সন্ত্রস্ত থাকবে। সে মনে মনে ভাববে, কখন না জানি মৃত্যু চলে আসে, কখন না জানি শাস্তি চলে আসে। সে মৃত্যুকে ভয় পাবে। কারণ সে জানে যে, মারা গেলে পরেই তার প্রাপ্য শাস্তি শুরু হয়ে যাবে। আর মৃত্যুকে ভয় পাবার কারণে সে ঝুঁকিপূর্ণ যে কোন কাজ থেকে নিজেকে দূরে রাখবে। এভাবে সারাক্ষণ সে ভয়ের মধ্যে কাটাবে, হীনমন্যতায় ভুগবে। একটা পর্যায়ে তাকে "ভয়রোগ" গ্রাস করে ফেলবে, যা আজকাল পৃথিবীর সবচেয়ে মহামারী রোগ হিসেবে চিহ্নিত। ফলে সে কোন সৃজনশীল কাজ করতে পারবে না।

৬.লজ্জা-শরম কমে যাওয়া :

গুনাহের কাজ করলে ধীরে ধীরে লজ্জা-শরম কমে যেতে থাকে। তখন সে যা ইচ্ছা তা-ই বলতে পারে, করতে পারে। হাদীসেও বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন :

إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ

“যখন তোমার থেকে লজ্জা চলে যাবে তখন তুমি যা ইচ্ছা তা-ই করো।”[13]

অর্থাৎ লজ্জাহীন মানুষ যা ইচছা তা-ই করতে পারে। আর লজ্জার পুরোটুকুই কল্যাণ। যার লজ্জা নাই তার কাছে কল্যাণও থাকার কথা না। তাই লজ্জাহীন মানুষ কল্যাণহীন হতে পারে। আর যখন কারো মধ্যে কল্যাণ থাকবে না তখন তার কর্মকা- বিপথে পরিচালিত হবে। এগুলো সবই তার গুনাহের কুপ্রভাবে হয়।

রাসূলুল্লাহ (সা.) অন্যত্র বলেছেন :

ِوَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَان “লজ্জা ঈমানের একটি শাখা।”[14]

৭. আল্লাহর নি‘আমত থেকে বঞ্চিত হওয়াঃ

গুনাহের কারণে ব্যক্তি আল্লাহর অনেক নি‘আমত থেকে বঞ্চিত হয়। ‘আলী বলেন,

إذا كنت في نعمة فارعها.....فإن الذنوب تزيل النعم.

“যদি তুমি আল্লাহর অনুগ্রহের মধ্যে থাকো তাহলে তার যত্ন নাও। কারণ গুনাহ নি‘আমতকে দূর করে দেয়।”

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, **"যখন কোনো বান্দা গুনাহ করে, তখন তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে যায়..."** — *তিরমিজি: ৩৩৩৪*
গুনাহ বারবার করলে এই দাগ এত বড় হয়ে যায় যে, সে আর আল্লাহর নূর (আলো) গ্রহণ করতে পারে না। এর ফলে আল্লাহর রহমত থেকে সে দূরে সরে যায়।

৮. গুনাহের কারণে গুনাহগার ও তার রবের মাঝে এবং তার ও অন্যান্য মানুষের মধ্যে দূরত্ব ও দুঃসম্পর্ক তৈরি হয় :

কোন এক পূর্ববর্তী বিদ্বান বলেছেন,

إني لأعصي الله ، فأرى ذلك في خلق دابتي وامرأتي

“আমি যখন আল্লাহর অবাধ্য হই তখন তার কুপ্রভাব আমি আমার বাহন ও আমার স্ত্রীর আচার-আচরণে দেখতে পাই।”

৯. দৈনন্দিন কাজে বাধাপ্রাপ্ত হওয়া ও সমস্যায় পড়াঃ

গুনাহের কুপ্রভাবে গুনাহগার যখনই কোনো কাজ করতে যায় তখনই সে তাতে বাধাপ্রাপ্ত ও সমস্যায় পতিত হয়। তার উপরে কাজটি কঠিন হয়ে যায়। এর বিপরীতে মুত্তাকী ব্যক্তি যখন কোনো কাজ করতে যায় তখন আল্লাহ তার জন্য সে কাজকে সহজ করে দেন। তবে তাকে আল্লাহ কখনো কখনো পরীক্ষাও করেন।

১০. গুনাহ গুনাহগারের জীবনকে অন্ধকারময় করে দেয় :

গুনাহগার ব্যক্তি তার অন্তরে অন্ধকার অনুভব করে। রাতের অন্ধকারে আলোহীন পথিকের যে অবস্থা হয় গুনাহের ভারে নিমজ্জিত ব্যক্তিরও তেমন অবস্থা হয়। চোখ না থাকার কারণে যেমন অন্ধ ব্যক্তির সামনে দুনিয়ার সবকিছু অন্ধকার মনে হয় তেমনি গুনাহের কারণে চামড়ার চোখ থাকার পরও গুনাহের অন্ধকারে গুনাহগারও হাবুডুবু খায়। কারণ আল্লাহর আনুগত্য করাই হচ্ছে আসল আলো। আর তাঁর অবাধ্যতাই হচ্ছে অন্ধকার।

অন্ধকার যত বাড়তে থাকে আলোহীন পথিক যেমন বেশি পথ হারায় তেমনি গুনাহগারও যখন গুনাহ মাফ না করিয়ে নতুন নতুন গুনাহ করতে থাকে তখন ধীরে ধীরে সে বিদ্‘আত, বিভ্রান্তি ও ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। অথচ সে বুঝতেই পারে না যে সে বিপথে চলছে। একসময় সে কোন কিছুকেই গুনাহ মনে করে না। সবকিছুকেই বৈধ ও সঠিক কাজ মনে করে।

‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আববাস বলেন,

إن للحسنة ضياءً في الوجه، ونوراً في القلب ، وسعةً في الرزق، وقوةً في البدن، ومحبةً في قلوب الخلق، وإن للسيئة سواداً في الوجه ، وظلمةً في القلب، ووهناً في البدن ونقصاً في الرزق، وبغضةً في قلوب الخلق

“সাওয়াবের কাজ হলো চেহারা উজ্জ্বলতা, অন্তরের আলো, রিযেক্বর প্রশস্তি, শরীরের শক্তি এবং মানুষের অন্তরে ভালোবাসা সৃষ্টিকারী। আর গুনাহ হচ্ছে চেহারার কলুষতা, অন্তরের অন্ধকার, শরীরের দুর্বলতা, রিযেক্বর সংকট ও মানুষের অন্তরে বিদ্বেষ সৃষ্টিকারী।”

১১. গুনাহের কারণে আল্লাহর আনুগত্য থেকে বঞ্চিত হতে হয় :

আল্লাহর আনুগত্য থেকে বঞ্চিত হওয়া ছাড়া গুনাহের আর যদি কোনো কুপ্রভাব না থাকতো তাহলে শাস্তি হিসেবে এটাই যথেষ্ট হতো। আমরা যদি একবার চিন্তা করে দেখি যে, গুনাহের শাস্তি হিসেবে আমরা আর আল্লাহর আনুগত্য করতে পারবো না- এমন যদি হতো তাহলে তা কতই না ভয়াবহ একটি ব্যাপার হতো। (আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন, আ-মীন।)

গুনাহের কারণে আল্লাহর আনুগত্যের পথ ও সুযোগ ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যায়। এভাবে একটি, দু’টি, তিনটি করতে করতে আনুগত্যের সকল পথ বন্ধ হয়ে যায়। অথচ এসব আনুগত্যের পথগুলোর এক একটি দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে তার থেকে উত্তম ছিল।

কুরআনে বর্নিত হয়েছে -

"وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُۥ مَعِيشَةً ضَنكًا

যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরায়, নিশ্চয়ই তার জীবন সংকটময় হবে।" — *সূরা ত্বা-হা (২০:১২৪)*

আল্লাহর অবাধ্যতা মানুষকে মানসিক শান্তি থেকে বঞ্চিত করে। দুনিয়ার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য থাকা সত্ত্বেও সে অস্থিরতায় ভোগে।

১২. গুনাহ চূড়ান্ত ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায় :

গুনাহ ধীরে ধীরে গুনাহগারের অন্তরে গুনাহ থেকে বাঁচার ইচ্ছাকে দুর্বল করে দেয়। আর আরো বেশি গুনাহ করার ইচ্ছাকে শক্তিশালী ও বৃদ্ধি করে দেয়। তার অন্তর থেকে তাওবার ইচ্ছাকে দূর করে দেয়। একসময় সে পুরোপুরিভাবে তাওবাকে পরিত্যাগ করে। একসময় সে মিথ্যাবাদীদের মত শুধু মৌখিক ইস্তিগফার ও তাওবাহ্ করে কিন্তু তার অন্তর থাকে গুনাহের সাথে বাঁধা। সে দিনরাত গুনাহ করতেই থাকে।

আর এটিই হচ্ছে অন্তরের সবচেয়ে বড় রোগ। আর এটিই তাকে আস্তে আস্তে চূড়ান্ত ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়।

আল-কুরআনে বর্নিত হয়েছে :

ثُمَّ كَانَ عَـٰقِبَةَ ٱلَّذِينَ أَسَـٰٓـُٔوا۟ ٱلسُّوٓأَىٰٓ أَن كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ وَكَانُوا۟ بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ "অবশেষে যারা মন্দ কাজ করেছিল, তাদের পরিণাম হয় আরও খারাপ; তারা আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা বলত ও তা নিয়ে বিদ্রুপ করত।" — *সূরা আর-রূম (৩০:১০)*

গুনাহের উপর মৃত্যুবরণকারীর জন্য মৃত্যুকালীন অবস্থা কঠিন হয় এবং আখিরাতে কঠিন শাস্তি অপেক্ষা করে।

১৩. গুনাহের কাজের প্রতি ঘৃণাভাব দূর হয়ে যায় :

নিয়মিত গুনাহ করতে থাকলে গুনাহ গুনাহগারের অন্তর থেকে গুনাহের প্রতি ঘৃণাভাব দূর করে দেয়। ফলে সে আর গুনাহকে খারাপ কিছু মনে করে না। তার কাছে গুনাহের কাজগুলো স্বাভাবিক মনে হয়। তাকে গুনাহের কাজ করতে মানুষ দেখছে বা মানুষ তার খারাপ দিক নিয়ে সমালোচনা করছে তাতেও তার কিছুই আশে যায় না। সে কিছুই মনে করে না। তার অন্তরে গুনাহের প্রতি কোনো ঘৃণা জাগে না।

১৪. গুনাহ অন্তরকে গাফিল করে দেয় :

গুনাহগার যখন অতিমাত্রায় গুনাহ করতে থাকে তখন তার অন্তরে মোহর পড়ে যায়। ফলে তার অন্তরে ভালো কিছুর প্রভাব পড়ে না। তখন সে গাফিলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।[15]

কুরআনে বর্নিত হয়েছে -

كَلَّا ۖ بَلْ ۜ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ "

না, বরং তাদের কৃতকর্মই তাদের অন্তরে মরিচা ধরিয়ে দিয়েছে।" — *সূরা আল-মুতাফফিফীন (৮৩:১৪)*

গুনাহ মানুষকে আত্মিকভাবে অন্ধ করে তোলে। পরিপূর্ণ সত্যকে উপলব্ধি করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, ফলে হেদায়াত (সৎপথ) থেকে বিচ্যুত হয়।

উপরোল্লিখিত কুপ্রভাবগুলো ছাড়াও গুনাহের আরো অনেক কুপ্রভাব ব্যক্তিজীবনে রয়েছে। অনেক প্রভাব রয়েছে যেগুলো শুধু ভুক্তভোগীই জানে এবং অনুভব করে। গুনাহের কুপ্রভাবে যেমন জীবন সংকীর্ণ ও কষ্টকর হয়ে যায় তেমনি গুনাহ থেকে মুক্তি জীবনকে করে উচ্ছ্বল, সফল ও সুখময়।

[1]. জন্ম : ৩২০ হি./৯৩২ ঈ. - মৃত্যু : ৩৫৭ হি./৯৬৮ ঈ.।

[2]. আল হামাসাহ আল মাগরিবিয়্যাহ, পৃ. ১২৪ (আল মাকতাবাতুশ শামিলাহ)।

[3]. জন্ম : ১৫০ হি./৭৬৭ ঈ. - মৃত্যু : ২০৪ হি./৮২০ ঈ.।

[4]. জন্ম : ৯৩ হি./৭১১ ঈ. - মৃত্যু : ১৭৯ হি./৭৯৫ ঈ.।

[5]. ই'য়ানাতুত্ তালিবীন 'আলা হাল্লি আলফাযি ফাতহিল মু'ঈন, খ. ২, পৃ. ১৬৭।

[6] সূরা আল আ'রাফ ৭ : ১৭৫-১৭৬।

[7]. জন্ম ৬৯১ হি./১২৯২ ঈ. - মৃত্যু ৭৫১ হি./১৩৫০ ঈ.।

[8]. সুনান ইবনু মাজাহ : ৪০২২, মুসনাদ আহমাদ : ২২৪১৩; মিশকাত : ৪৯২৫, হাদীসটির প্রথমাংশ হাসান লিগাইরিহী, তবে শেষাংশের ইসনাদ য'ঈফ।

[9]. জন্ম : ১১৮ হি. - মৃত্যু : ১৮১ হি.।

[13]. সহীহুল বুখারী : ৬১২০।

[14]. সহীহুল বুখারী : ৯।

[15]. https ://islamqa.info/ar/23425; ইমাম ইবনুল ক্বায়্যিম আল জাওযিয়্যাহ্ (রহিমাহুল্লাহ) তার ''আল জাওয়াব আল কাফী'' গ্রন্থে উক্ত কুপ্রভাবগুলোর অনেকগুলো উল্লেখ করেছেন।

গুনাহের পারিবারিক ক্ষতিঃ

পারিবারিক জীবনে গুনাহ বা পাপের ক্ষতি অত্যন্ত গভীর এবং বহুমাত্রিক, যা কুরআন ও হাদীসের আলোকে সুস্পষ্টভাবে উঠে এসেছে। নিচে এই বিষয়টি কুরআন ও হাদীসের আলোকে বিশ্লেষণ করা হলো:

১. পারিবারিক শান্তি ও রহমত হারিয়ে যায়

আল-কুরআনে বর্নিত হয়েছে :

"যে কেউ আমার জিকর (আল্লাহর স্মরণ) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার জন্য সংকুচিত জীবন হবে..." *(সূরা তাহা: ১২৪)*

অর্থাৎ গুনাহ করলে আল্লাহর রহমত থেকে মানুষ বঞ্চিত হয়। ফলে পারিবারিক জীবনে অশান্তি, ঝগড়া, বিচ্ছেদ, কলহ এসব বেড়ে যায়।

২. গুনাহের কারণে আল্লাহর গজব ও শাস্তি নেমে আসে

আল-কুরআনে বর্নিত হয়েছে :
"আর তোমাদের যে বিপদ ঘটে, তা তোমাদের কৃতকর্মের ফল..." *(সূরা আশ-শুরা: ৩০)*

হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন: **"যখন কোনো জাতি প্রকাশ্যে গুনাহ করতে থাকে, তখন আল্লাহ তাদের উপর এমন এমন বিপদ পাঠান, যা পূর্ববর্তী জাতিগুলোকেও ধ্বংস করেছে।"**
(ইবনে মাজাহ, হাদিস: ৪০০৯)
আর এই গুনাহের কারণে পরিবারের সদস্যদের উপর রোগ, অর্থনৈতিক সংকট, সন্তানদের অবাধ্যতা ইত্যাদি আকারে বিপদ আসতে পারে।

৩. সন্তানদের চরিত্র ও ভবিষ্যৎ প্রভাবিত হয়

আল-কুরআনে বর্নিত হয়েছে :
"তোমরা তোমাদের নিজেদের ও তোমাদের পরিবারকে রক্ষা করো সেই আগুন থেকে..." *(সূরা তাহরীম: ৬)*
এছাড়াও রাসূল (সা.) বলেন: **"তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল, এবং প্রত্যেকেই তার দায়িত্বের বিষয়ে জবাবদিহি করবে।"** *(বুখারী ও মুসলিম)*
যদি বাবা-মা গুনাহে লিপ্ত থাকেন, তাহলে তাদের সন্তানরাও সে পথ অনুসরণ করতে পারে। এর ফলে একটি পরিবার ধীরে ধীরে দ্বীন থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে।

এছাড়াও গুনাহের বদৌলতে মানুষ আজকাল হারামকে নিত্যসঙ্গী করে নিয়েছে। জিনা-ব্যভিচারের দুয়ার খুলে দিয়েছে।যা মানুষের ইমানে ঘূন ধরাতে পারে। আর জাতির ধ্বংসের জন্য এইরকম অশ্লীলতাই যথেষ্ট।

৪. দোয়া কবুল হয় না, বরকত উঠে যায়ঃ

রাসূল (সা.) বলেন: **"এক ব্যক্তি দূরযাত্রায় আছে, তার চুল উসকোখুসকো, ধুলোবালিতে ভরা, সে হাত তুলে দোয়া করছে, কিন্তু তার খাদ্য হারাম, পানীয় হারাম, পোশাক হারাম—তাহলে তার দোয়া কিভাবে কবুল হবে?"** *(মুসলিম: ১০১৫)*

এই গুনাহ পরিবারে বরকত হ্রাস করে, রিজিক সংকুচিত করে এবং দোয়ার প্রভাব কমিয়ে দেয়।

৫. তাওফিক ও হিদায়াত হারিয়ে যায়

গুনাহ মানুষকে ধীরে ধীরে অন্ধকারে ঠেলে দেয়। তখন সঠিক পথ আর বুঝতে পারে না, ভুলকেই ঠিক মনে হয়।

আল-কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন :

"আল্লাহ যাকে হিদায়াত দেন, সঠিক পথেই সে চলে, আর যাকে বিভ্রান্ত করেন, তার জন্য আপনি কোনো পথপ্রদর্শক খুঁজে পাবেন না।" *(সূরা যুমার: ২৩)*

পারিবারিক জীবনে গুনাহের প্রভাব শুধু ব্যক্তিগত নয়, বরং প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে এর প্রভাব পড়ে।

সামাজিক জীবনে গুনাহের ক্ষতিঃ

মানুষের ব্যক্তিজীবন ছাড়াও সমাজব্যবস্থার উপর ভয়াবহ প্রভাব ফেলে। কুরআন ও হাদীসে বহুবার গুনাহর সামাজিক ক্ষতি, পরিণতি ও আল্লাহর গজবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।নিচে সামাজিক জীবনে গুনাহর কিছু ক্ষতির দিক কুরআন ও হাদীসের আলোকে তুলে ধরা হলো:

১. সামাজিক অবক্ষয় ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়-

"জল ও স্থলে ফাসাদ (অরাজকতা) ছড়িয়ে পড়েছে মানুষের কৃতকর্মের ফলে..." *(সূরা আর-রূম: ৪১)*

মানুষ যখন গুনাহ করে (যেমন: চুরি, ঘুষ, মিথ্যা, ব্যভিচার, সুদ), তখন সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। ন্যায়বিচার নষ্ট হয়, শান্তি উঠে যায়।

২. ন্যায়-নীতি ও আল্লাহভীতি হ্রাস পায়-

রাসূল (সা.) বলেন: **"যখন কোনো সমাজে গোনাহ প্রকাশ্যে হতে থাকে, তখন আল্লাহ তাদের উপর এমন বিপদ পাঠান যা সবাইকে গ্রাস করে।"** *(তিরমিযী: ২১৬□)*
যখন সমাজে গোনাহকে স্বাভাবিক মনে করা হয়, তখন আল্লাহভীতি কমে যায়। এরপর অন্যায়কে কেউ আর বাধা দেয় না।

৩. আল্লাহর গজব ও শাস্তি নেমে আসে-

"তোমাদের পূর্ববর্তী অনেক জাতিকে আমি ধ্বংস করেছি, যখন তারা সীমালঙ্ঘন করত এবং তাদের রাসূলদের অমান্য করত।" *(সূরা ইসরা: ১৭)*
যদি সমাজে পাপ ছড়িয়ে পড়ে, আল্লাহর গজব আসতে পারে। ভূমিকম্প, মহামারি, খরা ইত্যাদি এর নিদর্শন হতে পারে।

৪. সুস্থ সামাজিক সম্পর্ক ধ্বংস করে -

রাসূল (সা.) বলেন: **"হাসাদ, বিদ্বেষ, সম্পর্কচ্ছেদ—এসব থেকে বেঁচে থাকো।"** *(মুসলিম: ২৫৬৪)*
গুনাহ যেমন: পরনিন্দা, অপবাদ, চোগলখুরি, মানুষে মানুষে বিশ্বাসহীনতা তৈরি করে। এর ফলে সমাজের ভ্রাতৃত্ববোধ নষ্ট হয়।

৫. সমাজে নিরাপত্তাহীনতা ও অপরাধ বৃদ্ধি পায়-

আল্লাহ তায়ালা বলেন:
"যারা আল্লাহর বিধান অনুসরণ করে না, তারা জালিম (অপরাধী)।" *(সূরা আল-মায়িদা: ৪৫)*
অর্থাৎ যখন আল্লাহর বিধান উপেক্ষা করা হয়, তখন সমাজে অপরাধ বাড়ে। মানুষ আত্মকেন্দ্রিক ও স্বার্থপর হয়ে পড়ে।

৬. ভালো মানুষেরাও বিপদের শিকার হয়-

রাসূল (সা.) বলেন: **“যখন গোনাহ প্রকাশ্যে হতে থাকে এবং কেউ তা থামাতে চেষ্টা না করে, তখন আল্লাহর শাস্তি সবার উপর আসে।”** *(আবু দাউদ: ৪৩৩৮)*

একজন পাপী ব্যক্তির কর্মের কারণে পুরো সমাজ বিপদে পড়ে যেতে পারে। তাই সমাজে অন্যায় দেখে নীরব থাকা উচিত নয়।

সামাজিক গুনাহ শুধু পাপকারীর নয়, পুরো সমাজের উপর প্রভাব ফেলে। এজন্য ইসলাম সামাজিকভাবে গোনাহ প্রতিরোধে ‘**আমর বিল মা‘রুফ ও নাহি আনিল মুনকার**’ (ভালো কাজের আদেশ ও খারাপ কাজের নিষেধ) করতে উৎসাহ দিয়েছে।

আল-কুরআনের বর্ণনা :
"তোমরা সেই শ্রেষ্ঠ জাতি, যারা মানবজাতির কল্যাণে সৃষ্টি হয়েছ। তোমরা ভাল কাজের আদেশ দাও এবং খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করো..." *(সূরা আলে ইমরান: ১১০)*

রাষ্ট্রীয়ভাবে গুনাহের ক্ষতিঃ

রাষ্ট্রীয়ভাবে গুনাহ বা পাপ সমাজের প্রতিটি স্তরে ভয়াবহ প্রভাব ফেলে। ব্যক্তি ও পরিবার যদি গুনাহ করে, তার ক্ষতি সীমিত; কিন্তু একটি রাষ্ট্র বা শাসকগোষ্ঠী গোনাহে লিপ্ত হলে, তা জাতিকে ধ্বংস করে দিতে পারে। কুরআন ও হাদীসে রাষ্ট্রীয় গুনাহর পরিণতি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।
নিচে রাষ্ট্রীয় গুনাহর ক্ষতি কুরআন ও হাদীসের আলোকে তুলে ধরা হলো:

১. জাতি ধ্বংস হয়ে যায় – আল্লাহর গজব নেমে আসে

আল-কুরআনে বলা হয়েছে :
“আমি কত জনপদ ধ্বংস করেছি যেগুলো ছিল জালিম! আমি তাদের ধ্বংস করে দিয়েছি, তাদের পর অনেক জাতিকে উত্থান করেছি।” *(সূরা আম্বিয়া: ১১)*
উদাহরণ: আদ, সামুদ, লুত (আ.)-এর কওম — সবাই রাষ্ট্রীয়ভাবে গোনাহ করায় ধ্বংস হয়েছিল।

২. ন্যায়বিচার হারিয়ে যায়, সমাজে জুলুম ছড়িয়ে পড়ে

আল-কুরআন:
"যারা আল্লাহর আইন অনুযায়ী বিচার করে না, তারা জালিম।" *(সূরা আল-মায়িদা: ৪৫)*

রাসূল (সা.) বলেন: **"যে জাতিতে দুর্বলদের উপর শাস্তি কার্যকর হয়, কিন্তু ক্ষমতাবানরা ছাড়া পেয়ে যায়—সেই জাতি ধ্বংস হয়ে যায়।"** *(বুখারী: ৬৭৮৮)*
ব্যাখ্যা: যদি শাসকগোষ্ঠী অন্যায় করে, ঘুষ খায়, আইন প্রয়োগে পক্ষপাতিত্ব করে—তবে রাষ্ট্র থেকে ন্যায়বিচার উঠে যায়।

৩. আল্লাহ তাওফিক কেড়ে নেন, নেতা হয় অযোগ্য ও দুর্নীতিপরায়ণ-

রাসূল (সা.) বলেন: **"তোমরা যেভাবে হবে, আল্লাহ তোমাদের তেমন শাসক দিবেন।"** *(আবু দাউদ, হাদীস: ২৮৫৮)*

যদি জনগণ গুনাহে ডুবে যায়, রাষ্ট্র গুনাহে অনুমোদন দেয়, আল্লাহ তাদের উপর মন্দ শাসক চাপিয়ে দেন।

৪. ফিতনা ও নিরাপত্তাহীনতা ছড়িয়ে পড়ে

কুরআন:
"তোমরা এমন ফিতনার আশঙ্কা করো, যা শুধু যালিমদের উপর সীমাবদ্ধ থাকবে না..." *(সূরা আনফাল: ২৫)*

রাষ্ট্রীয়ভাবে গোনাহ ছড়িয়ে পড়লে, সবাই তার প্রভাবে পড়ে। সন্ত্রাস, যুদ্ধ, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি দেখা দেয়।

৫. দোয়া কবুল হয় না, বরকত চলে যায়-

"যদি সে জনপদের লোকেরা ঈমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত, তাহলে আমি তাদের উপর আকাশ ও পৃথিবী থেকে বরকত খুলে দিতাম..." *(সূরা আ'রাফ: ৯৬)*

রাষ্ট্র যদি ইসলামী নীতিমালা থেকে দূরে চলে যায়, তাহলে দোয়া কবুল হয় না, দুর্যোগ, দুর্ভিক্ষ নেমে আসে।

৬. ইসলামি মূল্যবোধ বিলুপ্ত হয়, অশ্লীলতা ও অন্যায় প্রকাশ্যে হয়

হাদীসে রাসূল (সঃ) বলেছেন -
"যখন কোনো জাতি অশ্লীলতা প্রকাশ্যে করতে থাকে, তখন তাদের মধ্যে এমন রোগ ছড়িয়ে পড়ে যা তাদের পূর্বপুরুষরা কখনো জানত না।" *(ইবনে মাজাহ: ৪০১৯)*

যদি রাষ্ট্র পর্যায়ে অশ্লীলতা, সুদ, জুয়া, মদ, নারীর উন্মুক্ততা প্রমোট করা হয়, তাহলে জাতির নৈতিক পতন ঘটে।

সুতরাং রাষ্ট্রীয়ভাবে গুনাহ শুধু শাসকদের নয়, পুরো জনগণের উপর শাস্তি ডেকে আনে। ইসলাম চায়—রাষ্ট্র ন্যায়বিচারভিত্তিক, আল্লাহভীরু ও শরীয়াহ অনুযায়ী পরিচালিত হোক, যেন সকলের জন্য নিরাপত্তা, বরকত ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।এছাড়াও গুনাহের কারনে মুসলিমদের পাশাপাশি দুনিয়াবি ক্ষতি পরিলক্ষিত হয়।
এছাড়াও গুনাহের নানাবিধ কুপ্রভাব মুসলিমসহ সমগ্র মানবজীবনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

মুসলিমদের শক্তি বিনষ্ট হওয়া :

গুনাহের প্রভাবে মুসলিমদের শক্তি বিনষ্ট হয়। কাফিররা আর মুসলিমদেরকে ভয় পায় না। বর্তমানেও এমন অবস্থাই সৃষ্টি হয়েছে। অথচ এই মুসলিমরাই ইসলামের প্রথম যুগে অস্ত্রশক্তিতে দুর্বল হওয়ার পরও শুধু ঈমানের ও 'আমলের বলে বলিয়ান হয়ে কাফিরদের পরাজিত করেছিল। কিন্তু আজ মুসলিমরা গুনাহে নিমজ্জিত হয়ে নিজেদের ঈমান ও 'আমলের শক্তিকে হারিয়ে ফেলেছে।

যে মুসলিমরা শত্রুর অস্ত্রের আঘাতে ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হলেও মৃত্যু পর্যন্ত শত্রুর বিরুদ্ধে লড়ে গিয়েছে সেই মুসলিমরাই আজ পায়ে একটি কাঁটা বিধঁলে ভয়ে ঘর থেকে বের হয় না।

মুসলিমরা আজ ইতিহাসের যে কোন সময়ের তুলনায় সংখ্যায় বেশি হলেও তাদেরকে আজ কাফির-মুশরিকরা পাত্তা দিচ্ছে না। এর কারণ কী? এর অন্যতম কারণ হচ্ছে মৃত্যুভয়। আর মৃত্যুভয় তৈরি হয় গুনাহের কাজে লিপ্ত থাকলে, যা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

সাওবান (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন :

يُوشِكُ الأُمَمُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الْأَكَلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا فَقَالَ قَائِلٌ وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ قَالَ «بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ وَلَيَنْزِعَنَّ اللهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ اللهُ فِى قُلُوبِكُمُ الْوَهَنَ». فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا الْوَهَنُ قَالَ حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ

''অদূর ভবিষ্যতে অন্য জাতির লোকেরা তোমাদের ওপর বিজয়ী হবে, যেমন খাদ্য গ্রহণকারী বড় পাত্রের দিকে আসে। তখন জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করে, আমাদের সংখ্যা কি তখন কম হবে? তিনি বলেন, না, বরং সে সময় তোমরা সংখ্যায় অধিক হবে। কিন্তু তোমাদের অবস্থা হবে সমুদ্রের ফেনার মত। আল্লাহ তোমাদের শত্রুদের অন্তর হতে তোমাদের ভীরুতা দূর করে দেবেন। জনৈক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রসূল! 'আল ওয়াহ্ন' কী? তিনি (সা.) বললেন, দুনিয়ার মোহ এবং মৃত্যুকে অপছন্দ করা।[12]

সব গুনাহ কি মাফ হয়?

অনেকের মনেই প্রশ্ন জাগে, কাবীরা ও সগীরা সকল গুনাহ-ই কি মাফ হয়? এই প্রশ্নের উত্তরে বলবো, হ্যাঁ, আল্লাহ চাইলে সকল গুনাহ-ই মাফ করতে পারেন। তবে তিনি কুরআনে বলে দিয়েছেন যে, তিনি শির্কের গুনাহ মাফ করবেন না। এছাড়া অন্যান্য গুনাহ মাফ করবেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِه وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ

''নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে অংশী (শির্ক) করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। এ ছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন।''[1]

শির্ক ছাড়া অন্যান্য কাবীরা গুনাহগুলো মাফ পেতে সাধারণত তাওবাহ্ করার দরকার হয়। কিন্তু সগীরা গুনাহ মাফের জন্য সবসময় তাওবার প্রয়োজন হয় না। দৈনন্দিন কিছু 'আমলের মাধ্যমে এসব ছোট-খাট গুনাহগুলো মাফ হয়ে যায়। তাই কাবীরা গুনাহগুলো থেকে বেঁচে থাকলে সগীরা গুনাহগুলো আল্লাহ মাফ করে দেবেন বলে ঘোষণা দিয়ে রেখেছেন। তিনি বলেন,

إِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا

''তোমরা যদি নিষেধকৃত কাবীরা গুনাহগুলো বা গুরুতর/বড় পাপসমূহ পরিহার করো তাহলে আমরা তোমাদের (ছোট) লঘুতর পাপগুলোকে মোচন করে দেব এবং তোমাদেরকে সম্মানজনক স্থানে (জান্নাতে) প্রবেশ করাবো।''[2]

অন্য আয়াতে তিনি বলেন,

الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ

"যারা ছোট-খাট অপরাধ ছাড়া কাবীরা গুনাহ ও অশ্লীল কাজ হতে বিরত থাকে। নিশ্চয় তোমার রব অপরিসীম ক্ষমাশীল।"[3]

আবূ হুরায়রাহ্ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন :

الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ

'পাঁচ ওয়াক্ত সলাত, এক জুমু'আহ্ থেকে আরেক জুমু'আহ্ এবং এক রমাযান থেকে আরেক রমাযান; এর মাঝে সংঘটিত (সগীরা) গুনাহ মুছে ফেলে, যদি কাবীরা গুনাহ থেকে সে বেঁচে থাকে তাহলে (নতুবা নয়)।'[4]

অর্থাৎ কেউ যদি ফজরের সলাত আদায় করে, তারপর যোহরের সময় যোহরের সলাত আদায় করে তাহলে সে ফজরের সলাতের পর থেকে যোহরের সলাত পর্যন্ত যে সব সগীরা গুনাহ করেছে, যোহরের সলাত আদায় করার সাথে সাথে তার সেই গুনাহগুলো মাফ হয়ে যাবে। এ রকমই এক সপ্তাহে জুমু'আহর সলাত আদায় করে পরের সপ্তাহের জুমু'আর সলাত আদায় করলে এই দুই জুমু'আর মধ্যবর্তী সাত দিনের সগীরা গুনাহগুলো মাফ হয়ে যাবে। একইভাবে এ বছর যারা রমাযান মাসের সিয়াম পালন করেছে এবং পরবর্তী বছরও রযামানের সিয়াম পালন করলে তার এই দুই রমাযানের মাঝের এক বছরের সগীরা গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। তবে শর্ত হচ্ছে এই সময়গুলোতে কাবীরা গুনাহ করা যাবে না।

আবূ হুরায়রাহ্ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন :

الصَّلَاةُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ

"পাঁচ ওয়াক্তের সলাত, এক জুমু'আহ্ থেকে আরেক জুমু'আহ্ পর্যন্ত এর মধ্যবর্তী সময়ে যেসব পাপ সংঘটিত হয়, সে সব পাপের মোচনকারী হয় (এই শর্তে যে,) যদি কাবীরা গুনাহসমূহ তাকে আবিষ্ট না করে (অর্থাৎ সে কোন কাবীরা গুনাহ না করে)।"[5]

আরও একটি বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন :

مَا مِنِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُه صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ مَا لَمْ يُؤْتِ كَبِيرَةً وَذٰلِكَ الدَّهْرَ كُلَّه

"যে ব্যক্তি ফরয সলাত উপস্থিত হলে সে জন্য উত্তমরূপে উযূ করবে। (অতঃপর) তাতে উত্তমরূপে ভক্তি-বিনয়-নম্রতা প্রদর্শন করবে এবং উত্তমরূপে 'রুকূ" করবে। তাহলে তার সলাত পূর্বে সংঘটিত কাবীরা গুনাহ ছাড়া অন্যান্য পাপরাশির জন্য কাফ্ফারা বা মাফের অবলম্বন হয়ে যাবে। আর এ বিধান সর্বযুগের জন্য প্রযোজ্য।"[6]

সাধারণভাবে ভালো কাজ খারাপ কাজকে মুছে ফেলে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ

"নিশ্চয় ভালো কাজগুলো মন্দকাজগুলোকে মিটিয়ে দেয়।"[7]

উপরিউক্ত আয়াত ও হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, কাবীরা গুনাহ ছাড়া অন্যান্য গুনাহ আল্লাহ তা‘আলা সাধারণ নেক কাজের মাধ্যমে এমনিতেই ক্ষমা করে দেন। এর জন্য বিশেষ তাওবাহ্ জরুরি নয়। বিভিন্ন ‘আমলের মাধ্যমেই এসব গুনাহ মাফ হয়ে যায়। তবে বিভিন্ন হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, কিছু কিছু কাবীরা গুনাহও বিশেষ পরিস্থিতিতে আল্লাহ তা‘আলা সৎকর্মের মাধ্যমে ক্ষমা করে দেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পরবর্তীতে আসছে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন :

ذَاكَ جِبْرِيلُ أَتَانِي فَقَالَ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْت وَإِنْ زَنٰى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ زَنٰى وَإِنْ سَرَقَ

‘‘তিনি জিবরীল (আ.) আমার কাছে এসে বললেন, ‘আপনার উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করে (অর্থাৎ শির্ক না করে) মারা যাবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।’ বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম, ‘যদিও সে ব্যভিচার করে ও চুরি করে তবুও?’ তিনি বললেন, ‘যদিও সে ব্যভিচার করে ও চুরি করে তবুও’।’’[৪]

আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন :

إِنِّى لَأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا الْجَنَّةَ وَآخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنْهَا رَجُلٌ يُؤْتٰى بِه يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ اعْرِضُوا عَلَيْهِ صِغَارَ ذُنُوبِه وَارْفَعُوا عَنْهُ كِبَارَهَا. فَتُعْرَضُ عَلَيْهِ صِغَارُ ذُنُوبِه فَيُقَالُ عَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا وَعَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا. فَيَقُولُ نَعَمْ. لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُنْكِرَ وَهُوَ مُشْفِقٌ مِنْ كِبَارِ ذُنُوبِه أَنْ تُعْرَضَ عَلَيْهِ. فَيُقَالُ لَه فَإِنَّ لَكَ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنَةً. فَيَقُولُ رَبِّ قَدْ عَمِلْتُ أَشْيَاءَ لا أَرَاهَا هَا هُنَا. فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُه

‘‘নিশ্চয় আমি সেই জান্নাতী ব্যক্তি সম্পর্কে জানি, যে সবার শেষে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং সবার শেষে জাহান্নাম থেকে বের হবে। সে এমন এক ব্যক্তি, যাকে ক্বিয়ামাতের দিন হাজির করা হবে এবং বলা হবে, ‘ওর ছোট-ছোট পাপগুলো ওর কাছে পেশ কর এবং বড়-বড় পাপগুলো তুলে নাও।’ তারপর তার ছোট-ছোট পাপগুলো তার কাছে পেশ করা হবে এবং বলা হবে, ‘তুমি অমুক দিনে এই পাপ করেছ, অমুক দিনে এই এই পাপ করেছ? সে বলবে, হ্যাঁ। সে তো অস্বীকার করতে পারবে না। সে তার বড় পাপগুলো পেশ করার ভয়ে ভীত থাকবে। অতঃপর তাকে বলা হবে, ‘তোমার প্রত্যেক পাপের স্থলে একটি করে পুণ্য দেয়া হল।’ তখন সে বলবে, ‘হে আমার রব! আমি তো অনেক কিছু (এমন পাপ) করেছি, যা এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি না।’ এ ঘটনা বর্ণনা

করে নাবী (সা.) এমনভাবে হেসে ফেললেন যাতে তাঁর মাড়ির দাঁতগুলো প্রকাশিত হয়ে গেল।’’[৫]

উপরিউক্ত বর্ণনা দ্বারা বোঝা গেলো আল্লাহ তা‘আলা বিশেষ প্রেক্ষাপটে কিছু কাবীরা গুনাহ বান্দার অজান্তে তাওবাহ্ ছাড়াও মাফ করেন।

কাবীরা গুনাহ ক্ষমা সম্পর্কে ক্বাযী ‘ইয়ায (রহিমাহুল্লাহ)[10] বলেন :

أن الكبائر إنما تكفرها التوبة أو رحمة الله تعالى وفضله والله أعلم

‘‘কাবীরা গুনাহ শুধু তাওবাহ্ অথবা আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহের মাধ্যমে মাফ হয়। আল্লাহ অধিক জানেন।’’[11]

অধিকাংশ (জুমহূর) ‘আলিমগণের মতে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যমূলক বিভিন্ন ‘আমল এবং ফরয ‘আমলগুলো সগীরা গুনাহগুলোকে মাফ করিয়ে দেয়; কাবীরা গুনাহ মাফ করায় না। যা উপরিউক্ত আলোচনার প্রথমদিকের দলীলগুলোতে বর্ণিত হয়েছে। কাবীরা গুনাহ থেকে মাফ পাওয়ার জন্য অবশ্যই তাওবাহ্ করতে হবে। তবে হদ্দ বা দন্ড-বিধির আলোকে আদালত কর্তৃক প্রদত্ত শাস্তির রায় বাস্তবায়নের মাধ্যমেও সংশ্লিষ্ট কাবীরা গুনাহ মাফ হয়ে যায় যে কথা আমরা সামনে আলোচনা করবো।

সাউদী আরবের বিখ্যাত ‘আলিম শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল উসাইমীন (রহিমাহুল্লাহ)[12] এ ব্যাপারে ‘আলিমগণের মতভেদ উল্লেখ করার শেষে বলেন,

‘‘কিন্তু বলা যেতে পারে যে, আমরা এরূপ কথা বলা (মতভেদ করা) থেকে নীরব থেকে আল্লাহর নিকট এই আশা রাখব যে, তিনি (সগীরা-কাবীরা) সকল গুনাহকেই ক্ষমা করে দেবেন। বিশেষ করে যখন হাদীসে বলা হয়েছে, ‘‘তার পাপ সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ হলেও মাফ হয়ে যাবে।’’[13] আর আল্লাহর কাছে এই আশা রাখব যে, কাবীরা গুনাহ থেকে বিরত না থাকলেও সে ক্ষমা বহাল থাকবে। বলাবাহুল্য, এ কথা বিচ্যুতি থেকে অধিক দূরে এবং আশার ব্যাপারে বেশি বলিষ্ঠ।’’[14]

আল্লাহ গাফুর (ক্ষমাশীল), রহীম (দয়ালু); তিনি চাইলে যে কোন ওয়াসীলায় আমাদের সকল গুনাহ মাফ করে দিতে পারেন। অতএব, আমরা সর্বদা গুনাহ মাফের ব্যাপারে আশাবাদী থাকবো, কখনো হতাশ বা নিরাশ হবো না। তাই হতাশ না হয়ে আশাবাদী থাকাটাই আমাদের জন্য কল্যাণকর।[15]

[1]. সূরা আন্ নিসা ০৪ : ৪৮, ১১৬।

[2]. সূরা আন্ নিসা ০৪ : ৩১।

[3]. সূরা আন্ নাজ্ম ৫৩ : ৩২।

[4]. সহীহ মুসলিম : ৫৭৪।

[5]. সহীহ মুসলিম : ৫৭২; জামি‘ আত্ তিরমিযী : ২১৪।

[6]. সহীহ মুসলিম : ৫৬৫।

[7]. সূরা হূদ ১১ : ১১৪।

[8]. সহীহুল বুখারী : ৬৪৪৪; সহীহ মুসলিম : ২৩৫১।

[9]. সহীহ মুসলিম : ৪৮৭, মুসনাদ আহমাদ : ২১৩৯৩।

[10]. জন্ম : ৪৭৬ হি./১০৮৩ ঈ. - মৃত্যু : ৫৪৪ হি./১১৪৯ ঈ.।

[11]. শারহু সহীহ মুসলিম, খ. ৩, পৃ. ১০৬ ও ১২৭।

[12]. জন্ম : ১৯৪৭ হি./১৯২৫ ঈ. - মৃত্যু : ১৪২১ হি./২০০১ ঈ.।

[13]. পূর্ণ হাদীস ও রেফারেন্স সামনে আসছে।

[14]. শারহু বুলূগিল মারাম, খ. ৭, পৃ. ৫৪, পাপ,

[15]গুনাহ মাফের উপায় দ্বিতীয় অধ্যায় : গুনাহ পরিচিতি:সব গুনাহ কি মাফ হয়, শাহাদাৎ হুসাইন খান ফয়সাল (রহ.)

গুনাহ মাফের উপায়ের প্রকারভেদঃ

আল্লাহ তা‘আলা তাঁর বান্দাদেরকে মাফ করার অনেকগুলো উপায় বলে দিয়েছেন। এই উপায়গুলো দুই ধরনের :

* উপলক্ষযুক্ত উপায়;
* উপলক্ষহীন উপায়।

* উপলক্ষযুক্ত উপায় :

উপলক্ষযুক্ত উপায় বলতে কোন কথা বলা, কাজ করা বা বিপদ, পরীক্ষা, রোগ-বালাই ইত্যাদির উপলক্ষ্য বান্দার গুনাহ মাফ করানো। তা হতে পারে বান্দার তাওবাহ্ করা, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর-এর আনুগত্যমূলক কাজ যেমন সলাত, সিয়াম, দু‘আ, দান-সদাক্বাহ্ ইত্যাদি কাজের মাধ্যমে; হতে পারে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন পরীক্ষার মাধ্যমে, যার দ্বারা আল্লাহ তার বান্দার গুনাহগুলোকে মাফ করে দিবেন, তাঁর রবের সাথে সম্পর্ক নবায়ন করবেন, এমনকি বিপদাপদে ধৈর্য ধারণের কারণে তিনি বান্দাকে অতিরিক্ত সাওয়াব দান করবেন।

কখনো কখনো বান্দা জীবিত থাকা অবস্থায়ই তার জন্য অন্যদের দু‘আ ও ইস্তিগফার করার মাধ্যমে গুনাহ মাফ করা হয়। আবার বান্দা মৃত্যুবরণ করার পরও কিছু মাধ্যমে গুনাহ মাফ পাওয়ার সুযোগ আছে। যেমন- জানাযার সলাত, পরকালে বিচারের মাঠে শাফা‘আতের মাধ্যমে গুনাহ থেকে মাফ পাওয়া যায়। আবার মৃতব্যক্তির জন্য জীবিত ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে দু‘আ, ইস্তিগফার, দান-সদাকাহ্, ওয়াক্ফ, সিয়াম রাখা, হাজ্জ বা ‘‘উমরাহ্ করা ইত্যাদি ‘আমলের মাধ্যমেও বান্দা মাফ পেতে পারে। এগুলো সবই গুনাহ মাফের উপলক্ষযুক্ত উপায়।

* উপলক্ষহীন উপায় :

উপলক্ষহীন উপায় বলতে মূলত আল্লাহর ইচ্ছাকেই বুঝানো হচ্ছে। আল্লাহর ইচ্ছার উপরে খবরদারি করার কেউ নেই। তিনি একান্ত তাঁর অনুগ্রহবশত কোন বান্দাকে মাফ করে দিতে পারেন। এ জন্য কারও কাছে তাঁর কোন জবাবদিহি করতে হবে না। তিনি যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারেন। তিনি যেমন সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা, রিযক্বদাতা ঠিক একইভাবে তিনিই আইনদাতা এবং সকল শক্তি ও ক্ষমতার উৎস। তাই তিনি ইচ্ছামত কারণ ছাড়া ও জবাবদিহিতা ছাড়াই বান্দার জন্য যে কোনও কিছু বরাদ্দ বা ফায়সালা করতে পারেন, তার কোন বান্দাকে মাফও করে দিতে পারেন। এটি হচ্ছে গুনাহ মাফের উপলক্ষহীন উপায়।

তাওবাহ্ ছাড়া অন্যান্য প্রায় সকল উপায় দ্বারা শুধু সগীরা গুনাহ মাফ করা হয়। কোন কোন ‘আলিম বলেছেন, বান্দার যদি সগীরা গুনাহ না থাকে তাহলে এর দ্বারা কাবীরা গুনাহকে হালকা করে দেয়। আবার কিছু কিছু উপায় আছে যেগুলো আল্লাহর হকের সাথে সম্পৃক্ত সগীরা ও কাবীরা-সকল গুনাহ মাফ করে দেয়। কখনো গুনাহ মাফের সাথে সাথে বান্দার মর্যাদাও বাড়িয়ে দেয়।

আর তাওবাহ্ ছোট-বড় সকল গুনাহ মোচন করে দেয়, যদি শর্ত পূরণ করে যথাযথভাবে তাওবাহ্ করা হয়। আল্লাহ চাইলে যে কাউকে নিজের রহমতে মাফ করে দিতে পারেন। আবার কখনো কখনো মাযলূম ব্যক্তিকে যুল্মের ক্ষতিপূরণ দিয়ে তাকে সন্তুষ্ট করেও বান্দার হক কেন্দ্রিক গুনাহ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

এর মানে এই নয় যে, কোন মুসলিম যদি দুনিয়ায় দন্ডযোগ্য অপরাধজনিত গুনাহ যেমন চুরি, ব্যভিচার, অপবাদ/মানহানী করা ইত্যাদি করে, তারপর আল্লাহর কাছে তাওবাহ্ করে, তাহলে তার উপর থেকে দন্ড-বিধি বা শাস্তি রহিত হয়ে যাবে। কখনো না, বরং যখন যথাযথ আদালতের রায়ের মাধ্যমে শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি অপরাধীর উপরে বাস্তবায়ন করা হবে তখন সে ঐ অপরাধের দায় থেকে মুক্ত হতে পারবে। এবং তার এই তাওবাই হলো সত্যিকারের তাওবা, যা তার অন্তরকে পবিত্র করবে এবং তার সাওয়াবের পাল্লাকে ভারি করবে।[1]

[1]. মিন মুকাফ্ফিরাতিয যুনূব, পৃ. ৮-১০ (ভূমিকা দ্র.)।

গুনাহ মাফের উপায়ঃ

১. ইস্তিগফার বা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করাঃ

আরবী শব্দ ‘ইস্তিগফার’ (الإستغفار) শব্দের অর্থ ক্ষমা চাওয়া। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় দু‘আ ও তাওবাহ্ ইত্যাদির মাধ্যমে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করাকে ‘ইস্তিগফার’ বলা হয়। পাপ মোচনের প্রথম মাধ্যম হলো ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করা।

মহান আল্লাহ নূহ (আ.)-এর কথা উল্লেখ করে বলেছেন,

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ إِنَّه كَانَ غَفَّارًا

‘‘(নূহ (আ.) বললেন) অতঃপর আমি বলেছি, ‘তোমরা তোমাদের রব-এর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয় তিনি মহাক্ষমাশীল’।’’[1]

পাপের পথ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া ও আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করার নাম ইস্তিগফার। কুরআনের বহু স্থানে আল্লাহ তা‘আলা তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনার আদেশ দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেছেন,

وَاسْتَغْفِرِ اللهَ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

‘‘আল্লাহর কাছে তুমি ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।’’[2]

অন্য আয়াতে তিনি বলেন,

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّه كَانَ تَوَّابًا

‘‘তুমি তোমার রব-এর প্রশংসার সাথে পবিত্রতা জ্ঞাপন কর এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় তিনি অধিক তাওবাহ্ গ্রহণকারী।’’[3]

আল্লাহ তা‘আলা অন্যত্র বলেন,

أَنَّمَا إِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ

‘‘তোমাদের ইলাহ একমাত্র ইলাহ। অতএব তাঁরই পথ অবলম্বন কর এবং তাঁরই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। আর দুর্ভোগ মুশরিকদের জন্য।’’[4]

আল্লাহ তা‘আলা সৎকর্মশীল বান্দাদের প্রশংসা করে বা তাদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে বলেছেন,

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلٰى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ-أُولٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ

‘‘আর যারা কোন অশ্লীল কাজ করলে অথবা নিজেদের প্রতি যুল্ম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে, অতঃপর তাদের গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আর আল্লাহ ছাড়া কে গুনাহ ক্ষমা করবে? আর তারা যা করেছে, জেনে শুনে তা তারা বার বার করে না বা এর উপরে তারা অটল থাকে না। এরাই তারা, যাদের প্রতিদান তাদের রবের পক্ষ থেকে ক্ষমা এবং

জান্নাতসমূহ যার তলদেশে প্রবাহিত রয়েছে নহরসমূহ। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আর 'আমলকারীদের প্রতিদান কতই না উত্তম!''[5]

কিছু পাপের শাস্তি আল্লাহ দুনিয়াতেও দিয়ে থাকেন। কিন্তু পাপ করার পর তাঁর কাছে ক্ষমা চাইতে থাকলে তিনি পাপীকে শাস্তি দেন না। তিনি বলেন,

وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

''আর আল্লাহ কখনো এমন নন যে, তাদেরকে 'আযাব দেবেন এ অবস্থায় যে, তুমি তাদের মাঝে বিদ্যমান এবং আল্লাহ তাদেরকে কখনো 'আযাবদানকারী নন এমতাবস্থায় যে, তারা ক্ষমা প্রার্থনা করছে।''[6]

কেউ যদি কোন পাপ করে মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায় তাহলে তিনি তাকে ক্ষমা করে দেন। তিনি বলেছেন,

وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَه ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللهَ يَجِدِ اللهَ غَفُورًا رَّحِيمًا

''আর যে ব্যক্তি মন্দ কাজ করবে কিংবা নিজের প্রতি যুল্ম করবে অতঃপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে, সে আল্লাহকে পাবে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।''[7]

হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ বলেছেন :

يَا عِبَادِى إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا فَاسْتَغْفِرُونِى أَغْفِرْ لَكُم

''হে আমার বান্দারা! তোমরা রাত-দিন পাপ করে থাকো, আর আমি সমস্ত পাপ ক্ষমা করে থাকি। সুতরাং তোমরা আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিব।''[8]

নাবী (সা.) বলেছেন :

إِنَّ الشَّيْطَانَ قَالَ وَعِزَّتِكَ يَا رَبِّ لَا أَبْرَحُ أُغْوِىْ عِبَادَكَ مَا دَامَتْ أَرْوَاحُهُمْ فِىْ أَجْسَادِهِمْ قَالَ الرَّبُّ وَعِزَّتِىْ وَجَلَالِىْ لَا أَزَالُ أَغْفِرُ لَهُمْ مَا اسْتَغْفَرُونِىْ

''নিশ্চয় শয়তান বলেছে, 'হে আমার রব! আপনার ইয্যতের ক্বসম! আমি আপনার বান্দাদেরকে অবিরামভাবে পথভ্রষ্ট করতে থাকব, যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের দেহে প্রাণ থাকবে।' (শয়তানের এই কথার উত্তরে) রব বলেছেন, 'আর আমার ইয্যত ও উচ্চ মর্যাদার ক্বসম! আমি অবিরামভাবে তাদেরকে ক্ষমা করতে থাকব, যতক্ষণ তারা আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে।''[9]

আনাস ইবনু মালিক বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, তিনি (সা.) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন :

يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلٰى مَا كَانَ فِيكَ وَلَا أُبَالِي يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ وَلَا أُبَالِي يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً

'হে আদম সন্তান! যতক্ষণ তুমি আমাকে ডাকবে এবং ক্ষমার আশা রাখবে, ততক্ষণ আমি তোমাকে ক্ষমা করব। তোমার অবস্থা যাই হোক না কেন, আমি কোন পরোয়া করি না। হে

আদম সন্তান! তোমার গুনাহ যদি আকাশের যে পর্যন্ত দৃষ্টি যায়/প্রকাশ পায় সে পর্যন্ত পৌঁছে থাকে অতঃপর তুমি আমার নিকট ক্ষমা চাও, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেব, আমি কোন পরোয়া করি না। হে আদম সন্তান! তুমি যদি জমিন ভরা গুনাহ নিয়ে আমার কাছে উপস্থিত হও এবং আমার সাথে কাউকে শরীক না করে থাক, তাহলে আমি জমিন ভরা ক্ষমা নিয়ে তোমার নিকট উপস্থিত হব।"[10]

আবূ হুরায়রাহ্ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন :

يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالٰى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقٰى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ فَيَقُولُ مَنْ يَدْعُونِى فَأَسْتَجِيبَ لَه وَمَنْ يَسْأَلُنِى فَأُعْطِيَه وَمَنْ يَسْتَغْفِرُنِى فَأَغْفِرَ لَه

"আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক রাতের শেষ এক-তৃতীয়াংশ বাকী থাকতে দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন এবং বলেন, কে আমাকে ডাকে? আমি তার ডাকে সাড়া দেব। কে আমার নিকট প্রার্থনা করে? আমি তাকে দান করব। এবং কে আমার নিকট ক্ষমা চায়? আমি তাকে ক্ষমা করব।"[11]

নাবী (সা.) (সামান্য অন্যমনস্কতার জন্য) প্রতিদিন ১০০ বার ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। তিনি বলেছেন,

إِنَّه لَيُغَانُ عَلٰى قَلْبِىْ وَإِنِّىْ لِأَسْتَغْفِرُ اللهَ فِى الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ

"আমার অন্তর ক্ষণিক বাধাপ্রাপ্ত হয়। আর আমি দিনে ১০০ বার আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাই।"[12]

তিনি আরও বলেছেন,

وَاللهِ إِنِّىْ لَأَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً

"আল্লাহর শপথ! আমি প্রতিদিন আল্লাহর কাছে ৭০ বারেরও বেশি ইস্তিগফার (ক্ষমাপ্রার্থনা) ও তাওবাহ্ করে থাকি।"[13]

ইবন 'উমার বলেন, একই মজলিসে বসে নাবী (সা.)-এর (এই ইস্তিগফারটি) পাঠ করা অবস্থায় ১০০ বার পর্যন্ত গুণতাম,

رَبِّ اغْفِرْ لِىْ وَتُبْ عَلَىَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

"হে আমার রব! আমাকে ক্ষমা কর, আমার তাওবাহ্ কবূল কর, নিশ্চয় তুমি অতিশয় তাওবাহ কবূলকারী, পরম দয়াময়।"[14]

নাবী (সা.)-এর জীবনের সকল গুনাহ মাফ করে দেয়ার পরও অর্থাৎ তিনি নিষ্পাপ হওয়ার পরও যদি প্রতিদিন ৭০ থেকে ১০০ বার মহান রব-এর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন, তাওবাহ্ করেন তাহলে

আমার-আপনার মতো পাপীদের কী করা উচিত? প্রতিদিন কতবার ইস্তিগফার ও তাওবাহ করা উচিত?

ইস্তিগফারের কিছু ইতিবাচক প্রভাব আছে। যেমন প্রতিদিন ১০০ বার ইস্তিগফার পড়লে মন-মস্তিষ্কে তার বিশেষ প্রভাব পড়ে। কারণ বারবার উচ্চারিত কথা মনে-ব্রেনের নির্দিষ্ট জায়গায় স্থান করে নেয় এবং সেই অনুযায়ী মানুষের চরিত্র ও আচরণে বিশেষ প্রভাব পড়ে। সুতরাং পাপ থেকে বারবার ক্ষমা চাইলে পাপ করার প্রবণতা ধীরে ধীরে কমে যায়।

শাস্তির দিন এসে পড়ার আগে পাপীর উচিত পাপ বর্জন করে মহান আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা। নাবী (সা.) একদিন মহিলাদের উদ্দেশে বললেন,

يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَأَكْثِرْنَ الاِسْتِغْفَارَ فَإِنِّى رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ

"হে নারীসমাজ! তোমরা দান-সাদকাহ করতে থাক ও বেশি বেশি ক্ষমা প্রার্থনা কর। কারণ আমি তোমাদেরকে জাহান্নামের অধিবাসীদের অধিকাংশই তোমাদেরকে দেখলাম।"[15]

পরকালে যার 'আমলনামায় বেশি বেশি ইস্তিগফার পাওয়া যাবে তার জন্য সুসংবাদ। 'আবদুল্লাহ ইবন বুস্র বলেন, নাবী (সা.) বলেছেন :

طُوبَى لِمَنْ وَجَدَ فِي صَحِيفَتِهِ اسْتِغْفَارًا كَثِيرًا

"যে ব্যক্তি তার 'আমলনামায় অধিক পরিমাণে 'ক্ষমা প্রার্থনা' যোগ করতে পেরেছে, তার জন্য সুসংবাদ, আনন্দবার্তা।"[16]

[1]. সূরা নূহ ৭১ : ১০।

[2]. সূরা আন্ নিসা ০৪ : ১০৬।

[3]. সূরা আন্ নাস্‌র ১১০ : ৩।

[4]. সূরা হা-মীম আস্ সাজদাহ্ ৪১ : ৬।

[5]. সূরা আ-লি 'ইমরা-ন ০৩ : ১৩৫-৩৬।

[6]. সূরা আল আনফাল ০৮ : ৩৩।

[7]. সূরা আন্ নিসা ০৪ : ১১০

[8]. সহীহ মুসলিম : ৬৭৩।

[9]. মুসনাদ আহমাদ : ১১২৩৭; মুসতাদরাক হাকীম : ৭৬৭২, হাদীসটি সহীহ, আস-সিলসিলা আস্ সহীহাহ্ : ১০৪।

[10]. জামি' আত্ তিরমিযী : ২৮০৫, হাদীসটি সহীহ।

[11]. সহীহুল বুখারী : ১১৪৫, ৭৪৯৫; সহীহ মুসলিম : ১৮০৮।

[12]. সহীহ মুসলিম : ৭০৩৩।

[13]. সহীহুল বুখারী : ৬৩০৭।

[14]. সুনান আবূ দাঊদ : ১৫১৮; জামি' আত্ তিরমিযী : ৩৪৩৪, হাদীসটি সহীহ।

[15]. সহীহুল বুখারী : ২০৪, সহীহ মুসলিম : ২৫০।

[16]. সুনান ইবনু মাজাহ : ৩৮১৮, হাদীসটি সহীহ।

১. ইস্তিগফার বা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা - *আমরা কেন ইস্তিগফার করবো?*
আল্লাহর পক্ষ থেকে বরকত পাওয়ার জন্য ইস্তিগফার করা জরুরি। ইস্তিগফারের কারণে আল্লাহ তাওবাকারীর ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে বরকত দান করেন। নূহ (আ.) তার জাতিকে তাদের রবের কাছে ক্ষমা চাওয়ার আহবান জানিয়ে ক্ষমা চাওয়ার কয়েকটি প্রতিদানে কথা উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা নূহ (আ.)-এর বক্তব্য তার কালামে উল্লেখ করেছেন,
فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّه كَانَ غَفَّارًا -يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا- وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا
''আর আমি বলেছি, 'তোমরা তোমাদের রব-এর কাছে ক্ষমা চাও; নিশ্চয় তিনি অতীব ক্ষমাশীল'। 'তিনি তোমাদের ওপর মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, আর তোমাদেরকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের জন্য বাগ-বাগিচা দেবেন আর দেবেন নদী-নালা'।''[1]
এই আয়াতগুলোতে ইস্তিগফারের ৫টি লাভের কথা বলা হয়েছে :
মুষলধারে বৃষ্টি লাভ;ধন-সম্পদ লাভ;সন্তান-সন্ততি লাভ;বাগ-বাগিচা লাভ;নদী-নালা লাভ।
এতগুলো লাভ শুধু ইস্তিগফার করলে। তারপরও আমরা কেন ইস্তিগফার করবো না?
আমরা ইস্তিগফার করবো পাপ থেকে মুক্তি লাভের জন্য। প্রখ্যাত ফকীহ তাবিঈ বাক্র বিন আবদুল্লাহ আল মুযানী (মৃ. ১০৬ হি.) একদিন কোথাও যাওয়ার পথে দেখলেন, তাঁর সামনে এক কাঠুরে ''আল হামদুলিল্লাহ'', ''আসতাগফিরুল্লাহ'' বলতে বলতে পথ চলছিল। তিনি তাকে বললেন, 'তুমি কি এ ছাড়া অন্য কিছু জান না?' কাঠুরে বলল, অবশ্যই জানি। আমি কুরআনের হাফিয এবং জানিও অনেক কিছু (দু'আ-জিকির)। কিন্তু মানুষ সর্বদা পাপে নিমজ্জিত ও নি'আমতে ডুবে থাকে। তাই আমি পাপ থেকে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তাঁর দেয়া নি'আমতের জন্য প্রশংসা করি।' এ কথা শুনে বাক্র আল মুযানী বললেন, 'বাক্র হল অজ্ঞ, আর কাঠুরে হল বিজ্ঞ।'[2]
আমরা কেউ পাপমুক্ত নই। তাই আসুন, পাপ বর্জন করি এবং সংকল্প করি, আর পাপ করব না। আর সেই সাথে মহান আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি।
আমরা ইস্তিগফার করবো হতাশা থেকে মুক্তির জন্য। গুনাহ করতে করতে আমরা একটা পর্যায়ে হতাশ হয়ে পড়ি যে, আমরা এত গুনাহ করেছি, আল্লাহ কি মাফ করবেন? এই ভেবে হতাশ হয়ে পড়ি আর সেই সুযোগে শয়তান আমাদের দ্বারা আরও গুনাহ করায়।
শয়তানকে আমরা তিনবার সফল করি : প্রথমবার গুনাহ করে; দ্বিতীয়বার হতাশ হয়ে; তৃতীয়বার ইস্তিগফার ও তাওবাহ্ না করে গুনাহ করতে থেকে। তাই শয়তানকে ব্যর্থ করে আমরা যদি সফল হতে চাই এবং হতাশা থেকে বাঁচতে চাই তাহলে আমাদেরকে আল্লাহর

কাছে মাফ চাইতে হবে। আল্লাহ তাঁর রহমত থেকে নিরাশ হতে নিষেধ করেছেন এবং সকল গুনাহ মাফ করবেন বলে ঘোষণা দিয়ে রেখেছেন।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلٰى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّه هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

‘‘বল, ‘হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজদের ওপর বাড়াবাড়ি করেছ তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। অবশ্যই আল্লাহ সকল পাপ ক্ষমা করে দেবেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু’।’’[3]

এ আয়াত দ্বারা বুঝা গেলো যে, শয়তানের প্ররোচনায় যত গুনাহই আমরা করে ফেলি না কেনো আমাদের হতাশ হওয়া যাবে না। বরং আল্লাহর রহমতের আশায় আশাবাদী হয়ে তাঁর কাছে মাফ চাইতে থাকতে হবে। তিনি ছাড়া মাফ করার আর কে আছে?

[1]. সূরা নূহ ৭১ : ১০-১২।

[2]. পাপ, তার শাস্তি ও মুক্তির উপায় দ্র.।

[3]. সূরা আয্ যুমার ৩৯ : ৫৩।

২.ইসলামি দন্ড ভোগ করাঃ

কোন মুসলিম ব্যক্তি যদি কোন দন্ডযোগ্য অপরাধ করে ফেলে আর তারপর যদি তার এই অপরাধের যথাযথ বিচার হয় এবং বিচারের রায় অনুযায়ী তার ওপর দন্ড বা শাস্তি বাস্তবায়ন করা হয় তাহলে তার এই শাস্তি প্রাপ্তিই তার অপরাধের কারণে যে গুনাহ হয়েছে তা মাফ করিয়ে দেবে। যেমন, ‘উবাদাহ্ ইবনুস্ সামিত হতে বর্ণিত বায়‘আত সম্পর্কিত বিখ্যাত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন :

مَنْ أَصَابَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَه

‘‘আর কেউ এর কোন একটিতে লিপ্ত হয়ে পড়লে এবং দুনিয়াতে তার শাস্তি পেয়ে গেলে, তবে তা হবে তার জন্য কাফ্ফারাহ্।’’[1]

প্রায় একই অর্থে কিছুটা বিস্তারিতভাবে অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন :

مَنْ أَصَابَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَأُخِذَ بِه# فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَه

‘‘আর যে এগুলো থেকে কিছু করে ফেলবে আর সে জন্য দুনিয়াতে যদি তার শাস্তি হয়ে যায়, তাহলে এটি হবে তার জন্য গুনাহর কাফফারাহ্।’’[2]

এই সুযোগ শুধু যারা মুসলিম বা মু’মিন তাদের জন্য, কাফিরদের জন্য নয়।

কোন কাফিরের ওপর যখন শাস্তি আসে তখন সে তার অপরাধের কর্মফল হিসেবে সেই শাস্তি ভোগ করে। যেমন, নূহ (আ.)-এর্ জাতি, ‘আদ, সামূদ জাতির শাস্তি, মুরতাদ (ইসলামধর্ম ত্যাগকারী)-এর শাস্তি ইত্যাদি। এসব কাফিরের ওপর শাস্তি আসায় এবং তারা তা ভোগ করায় তাদের অপরাধের গুনাহ মাফ হবে না।

যখন কোন মুসলিম এমন কোন অপরাধ করে ফেলে যার জন্য তার উপর হদ্দ (শরী’আহ নির্ধারিত নির্দিষ্ট কিছু দন্ড) বা ক্বিসাস কিংবা তা’যীর প্রযোজ্য হয় তখন ঐ অপরাধীর উপর যখন ঐ নির্দিষ্ট শাস্তি বাস্তবায়ন করা হবে তখন তা তার জন্য গুনাহ মাফের উপায় হবে। দন্ড ভোগ করার কারণে সে তার গুনাহ থেকে মাফ পাবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা‘আলা বলেন ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِه فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَه وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾

‘‘আর আমি এতে তাদের উপর অবধারিত করেছি যে, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চোখের বিনিময়ে চোখ, নাকের বিনিময়ে নাক, কানের বিনিময়ে কান ও দাঁতের বিনিময়ে দাঁত এবং জখমের বিনিময়ে সমপরিমাণ জখম। অতঃপর যে তা ক্ষমা করে দেবে, তার জন্য তা কাফ্ফারা হবে। আর আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তার মাধ্যমে যারা বিচার-ফায়সালা করবে না, তারাই যালিম।’’[3]

হাদীসে এসেছে,

أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ مِنْ الَّذِينَ شَهِدُوا بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَمِنْ أَصْحَابِه لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ أَخْبَرَه أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِه تَعَالَوْا بَايِعُونِي عَلٰى أَنْ لَّا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَه بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلَا تَعْصُونِي فِي مَعْرُوفٍ فَمَنْ وَفٰى مِنْكُمْ فَأَجْرُه عَلَى اللهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِه فِي الدُّنْيَا فَهُوَ لَه كَفَّارَةٌ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللهُ فَأَمْرُه إِلَى اللهِ إِنْ شَاءَ عَاقَبَه وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ

‘উবাদাহ্ ইবনুত্ সামিত (রাঃ) যিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে বদর যুদ্ধে এবং আকাবার রাতে উপস্থিত সাহাবীদের মধ্যে ছিলেন- তিনি আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) সাহাবীদের একটি দলকে লক্ষ্য করে বললেন, এসো তোমরা আমার কাছে এ কথার উপর বায়‘আত কর যে, তোমরা আল্লাহ তা‘আলার সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না, তোমরা চুরি করবে না, তোমরা ব্যভিচার করবে না; তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, তোমরা (কারো প্রতি) অপবাদ আরোপ করবে না যা তোমরা নিজে থেকে বানিয়ে নাও, তোমরা নেক কাজ করতে আমার নাফরমানী করবেনা, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এসব শর্ত পূরণ করে চলবে সে আল্লাহ তা‘আলার নিকট তার প্রতিদান অবশ্যই পাবে। আর যে এসবের কোন কিছুতে লিপ্ত হয় এবং তাকে এ কারণে দুনিয়াতে আইনানুগ শাস্তি দেয়া হবে, তবে এ শাস্তি তার কাফ্ফারা হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি এ সবের কোনটিতে লিপ্ত হল আর

আল্লাহ তা গোপন রাখেলেন, তবে তার ব্যাপারটি আল্লাহ তা‘আলার যিম্মায় থাকলো। তিনি ইচ্ছে করলে শাস্তি দিবেন আর ইচ্ছে করলে মাফ করবেন।[4]

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ كَمَا أَخَذَ عَلَى النِّسَاءِ أَنْ لَّا نُشْرِكَ بِاللهِ شَيْئًا وَلَا نَسْرِقَ وَلَا نَزْنِىَ وَلَا نَقْتُلَ أَوْلَادَنَا وَلَا يَعْضَهَ بَعْضُنَا بَعْضًا فَمَنْ وَفٰى مِنْكُمْ فَأَجْرُه” عَلَى اللهِ وَمَنْ أَتٰى مِنْكُمْ حَدًّا فَأُقِيمَ عَلَيْهِ فَهُوَ كَفَّارَتُه وَمَنْ سَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ فَأَمْرُه إِلَى اللهِ إِنْ شَاءَ عَذَّبَه وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَه

‘উবাদাহ্ ইবনুস্ সামিত (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদের থেকে অনুরূপ অঙ্গীকার (বায়‘আত) নিলেন, যেরূপ অঙ্গীকার নিয়েছেন মহিলাদের থেকে যেন আমরা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করি, চুরি না করি, ব্যভিচার না করি, আমাদের সন্তানদেরকে হত্যা না করি এবং একে অপরের বিরুদ্ধে অপবাদ না দেই। অতএব, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তা পূর্ণ করবে তার প্রতিদান আল্লাহর কাছে পাবে। আর তোমাদের মধ্যে যদি কেউ এমন কোন অপরাধ করে যাতে (হদ্দ) শরীয়তের শাস্তি অত্যাবশ্যকীয় হয়, অতঃপর তার উপর সেই শাস্তি কার্যকর করা হয়, তবে তা তার অপরাধের কাফফারাহ্ (বদলা) হয়ে যাবে। আর যাকে (যে ব্যক্তির পাপ) আল্লাহ গোপন রাখলেন, তার বিষয় আল্লাহর ইখতিয়ারে। যদি তিনি ইচ্ছা করেন তবে তাকে শাস্তি দিবেন। আর যদি ইচ্ছে করেন তবে তাকে ক্ষমা করে দিবেন।[5]

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন :

أَيَّمَا عَبْدٍ أَصَابَ شَيْئًا مِمَّا نَهَى اللهُ عَنْهُ ثُمَّ أُقِيْمَ عَلَيْهِ حَدُّه كُفِّرَ عَنْهُ ذٰلِكَ الذَّنْبُ

“কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহর নিষেধকৃত কোন অপরাধ করে ফেলে তারপর (শার‘ঈ আদালতে বিচারের মাধ্যমে প্রদত্ত রায় অনুযায়ী) তার ওপরে দন্ড প্রয়োগ করা হয় তাহলে (এই শাস্তির কারণে) তার কৃত অপরাধজনিত গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়।”[6] উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, কোন মুসলিম যদি এমন কোন অপরাধ করে ফেলে যে অপরাধের কারণে তাকে দন্ড ভোগ করতে হয় তাহলে তার এই শাস্তি ভোগ করাটাই তার গুনাহ মাফের উপায় হবে। তবে এটি শুধু ঐ গুনাহ মাফের উপায় হবে যে গুনাহের জন্য সে শাস্তি ভোগ করেছে। যেমন, কেউ যদি কাউকে হত্যা করে তারপর হত্যাকারীকে আদালত মৃত্যুদন্ড দেয় এবং কর্তৃপক্ষ তার মৃত্যুদন্ড কার্যকর করে তাহলে মানুষ হত্যার কারণে মৃত্যুদন্ড কার্যকর হওয়া ব্যক্তির যে গুনাহ হয়েছিল তা তার মৃত্যুদন্ড কার্যকরের মাধ্যমে মাফ হয়ে যাবে।

>

[1]. সহীহুল বুখারী : ৪৮৯৪, সহীহ মুসলিম : ৪৫৫৮, শব্দ বুখারীর।

[2]. সহীহুল বুখারী : ৬৮০১, ৭৪৬৮।

[3] সূরা আল মায়িদাহ্ ০৫ : ৪৫।

[4]. সহীহুল বুখারী : ৩৮৯২।

[5]. সহীহ মুসলিম : ৪৫৬০।

[6]. আল মুসতাদরাক ‘আলাস্ সহীহায়ন : ৮১৬৭, হাদীসটির সদন সহীহ

৩.কবিরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকাঃ

গুনাহ মাফের অন্যতম উপায় হলো কাবীরা গুনাহ থেকে বিরত থাকা। কাবীরা বা বড় গুনাহগুলো থেকে বেঁচে থাকলে বান্দার অন্যান্য ছোট ছোট গুনাহগুলো আল্লাহ তা‘আলা মাফ করে দিবেন এবং সম্মানীত স্থানে অর্থাৎ জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

মহান আল্লাহ বলেন :

﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا﴾

“তোমরা যদি নিষেধকৃত কবীরা গুনাহগুলো বা বড় পাপসমূহ পরিহার করো তাহলে আমরা তোমাদের ছোট পাপগুলোকে মোচন করে দেব এবং তোমাদেরকে সম্মানজনক স্থানে (জান্নাতে) প্রবেশ করাবো।”[1]

অন্য আয়াতে তিনি বলেন,

﴿الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ﴾ۛ

“যারা ছোটখাট দোষ-ত্রুটি ছাড়া বড় বড় পাপ ও অশ্লীল কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকে, নিশ্চয় তোমার রব ক্ষমার ব্যাপারে উদার, তিনি তোমাদের ব্যাপারে সম্যক অবগত।”[2] উপরি-উল্লিখিত আয়াত দু’টির প্রথমটির দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, কাবীরা গুনাহ থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারলে অর্থাৎ কাবীরা গুনাহ না করলে আল্লাহ সগীরা গুনাহকারীকে এমনিতেই মাফ করে জান্নাত দান করবেন। আর দ্বিতীয় আয়াতটিও প্রথম আয়াতের শিক্ষার অনুকূলে বক্তব্য উপস্থাপন করেছে। মোটকথা সকল ধরনের কাবীরা গুনাহ থেকে দূরে থাকা সগীরা গুনাহ মাফের অন্যতম উপায়।

[1]. সূরা আন্ নিসা ০৪ : ৩১।

[2]. সূরা আন্ নাজম ৫৩ : ৩২।

৪.গায়েব অবস্থায় আল্লাহকে বিশ্বাস করাঃ

আল্লাহকে আমরা না দেখেই বিশ্বাস করেছি। এটি শুধু ঈমানই নয় বরং সাথে সাথে গুনাহ মাফেরও কারণ। আবার আমরা যখন একা নির্জনে থাকি তখনও আল্লাহকে ভয় করে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকি। এমন যারা করে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌۛ

“নিশ্চয় যারা গায়েব অবস্থায় তাদের রবকে ভয় করে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।”[1]

[1]. সূরা আল মুলক ৬৭ : ১২।

৫.ঈমান আনা ও ’আমলে সালেহ করাঃ

ঈমান আনা ও ‘আমলে সালেহ করা ব্যতীত মুসলিম হওয়া যায় না। আর যারা এই দু’টি কাজ করতে পারে তাদের জন্য জান্নাতসহ অনেক পুরস্কার রয়েছে। তবে তাদের অন্যতম পুরস্কার হচ্ছে গুনাহ মাফ হওয়া।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ

“আর যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, অবশ্যই আমি তাদের থেকে তাদের পাপসমূহ দূর করে দেব এবং আমি অবশ্যই তাদের সেই উত্তম ‘আমলের প্রতিদান দেব, যা তারা করত।”[1]

আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ

“আর যারা ঈমান এনেছে, সৎকর্ম করেছে এবং মুহাম্মাদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছে ‘আর তা তাদের রবের পক্ষ হতে (প্রেরিত) সত্য, তিনি তাদের থেকে তাদের মনদ কাজগুলো দূর করে দেবেন এবং তিনি তাদের অবস্থা সংশোধন করে দেবেন।”[2]

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন :

وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِه وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

“আর যে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তিনি তার পাপসমূহ মোচন করে দিবেন এবং তাকে জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাবেন, যার পাদদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হয়, সেখানে তারা স্থায়ী হবে। এটাই মহাসাফল্য।”[3]

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন :

فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

“সুতরাং যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রিযক্ব।”[4]

[1]. সূরা আল ‘আনকাবূত ২৯ : ৭।

[2]. সূরা মুহাম্মাদ ৪৭ : ২।

[3]. সূরা আত্ তাগা-বুন ৬৪ : ৯।[4]. সূরা আল হাজ্জ ২২ : ৫০।

৬.ঈমান আনা ও তাকওয়া অবলম্বন করাঃ

ঈমান আনার পর ‘আমলে সালেহের পাশাপাশি জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাকওয়া অবলম্বন করলে আল্লাহ তার গুনাহ মাফ করবেন এবং তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ

‘‘আর যদি কিতাবীরা ঈমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত তবে অবশ্যই আমি তাদের থেকে পাপগুলো দূর করে দিতাম এবং অবশ্যই তাদেরকে আরামদায়ক জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাতাম।’’[1]

আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

‘‘হে মু’মিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর তাহলে তিনি তোমাদের জন্য ফুরকান প্রদান করবেন, তোমাদের থেকে তোমাদের পাপসমূহ দূর করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল।’’[2]

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন :

وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِه وَيُعْظِمْ لَه أَجْرًا

‘‘আর যে আল্লাহকে ভয় করে তিনি তার গুনাহসমূহ মোচন করে দেন এবং তার পুরস্কারকে মহান করে দেন।’’[3]

[1]. সূরা আল মায়িদাহ্ ৫ : ৬৫।

[2]. সূরা আল আনফাল ৮ : ২৯।

[3]. সূরা আত্ব ত্বলাক্ব ৬৫ : ৫।

৭.আল্লাহ তা‘আলার প্রতি ঈমানের ওয়াসীলায় ক্ষমা প্রার্থনা করাঃ

মহান রব আল্লাহর প্রতি ঈমানের ওয়াসীলা করে কেউ যদি ক্ষমা প্রার্থনা করে তাহলে আশা করা যায় আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ

“হে আমাদের রব! নিশ্চয় আমরা শুনেছিলাম একজন আহবানকারীকে, যে ঈমানের দিকে আহবান করে যে, ‘তোমরা তোমাদের রবের প্রতি ঈমান আনো’। তাই আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের রব আমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করুন এবং বিদূরিত করুন আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি, আর আমাদেরকে মৃত্যু দিন নেককারদের সাথে’।”[1]

[1]. সূরা আ-লি ‘ইমরা-ন ০৩ : ১৯৩।

৮.রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অনুসরণ করাঃ

যারা আল্লাহকে ভালোবাসে এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে অনুসরণ করে আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন এবং তাদের গুনাহও মাফ করে দেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“বল, ‘যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু’।”[1]

একদল জিন্ ইসলাম গ্রহণ করে তাদের সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি ঈমান আনার আহবান জানিয়েছিল। তাদের বক্তব্য উল্লেখ করে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ

“হে আমাদের ক্বওম! আল্লাহর দিকে আহবানকারীর প্রতি সাড়া দাও এবং তার প্রতি ঈমান আন, আল্লাহ তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। আর তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক ‘আযাব থেকে রক্ষা করবেন’।”[2]

[1]. সূরা আ-লি ‘ইমরা-ন ০৩ : ৩১।

[2]. সূরা আল আহ্ক্বা-ফ ৪৬ : ৩১।

৯.শির্কমুক্ত থেকে সাধ্যানুযায়ী ‘আমল করাঃ

শির্কমুক্ত ঈমান ও ‘আমলের গুরুত্ব সর্বাধিক। ঈমান ও ‘আমলের কোথাও সামান্য শির্ক থাকলে আল্লাহ তা বরদাশত করবেন না। কিন্তু তিনি অন্য সকল কিছু মাফ করবেন বলে তিনি কুরআনেও ঘোষণা দিয়েছেন যা পূর্বে বিস্তরিত দলীলসহ আলোকপাত করা হয়েছে। শির্কমুক্তভাবে যতটুকু ‘আমল করা হবে তা-ই আল্লাহর ক্ষমা পাওয়ার জন্য যথেষ্ট। তাই শির্ক থেকে মুক্ত থেকে সাধ্যানুযায়ী ‘আমল করে যাওয়াই মু’মিনের দায়িত্ব। হাদীসে কুদসীতে এসেছে, আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

يَا ابْنَ آدَمَ مَهْمَا عَبَدْتَنِي وَرَجَوْتَنِي وَلَمْ تُشْرِكْ بِي شَيْئًا غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ مِنْكَ وَإِنِ اسْتَقْبَلْتَنِي بِمِلْءِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ خَطَايَا وَذُنُوبًا اسْتَقْبَلْتُكَ بِمِلْئِهِنَّ مِنَ الْمَغْفِرَةِ وَأَغْفِرُ لَكَ وَلَا أُبَالِي

“হে আদম সন্তান! তুমি আমার যতটুকুই ‘ইবাদাত করো এবং ভালো আশা করো যদি তুমি আমার সাথে কোনো কিছুকে অংশী স্থাপন না করো তাহলে তোমার ‘আমল যা-ই হোক না কেন তোমাকে আমি ক্ষমা করে দেবো। তুমি যদি আসমান ও জমিন ভরা অপরাধ ও গুনাহ নিয়ে আমার সামনে উপস্থিত হও তাহলে আমিও আসমান ও জমিন ভরা ক্ষমা নিয়ে তোমার সামনে উপস্থিত হবো এবং আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেবো, এতে আমি কাউকে পরোয়া করি না।”[1]

অন্য একটি হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

مَنْ عَلِمَ أَنِّىْ ذُوْ قَدْرَةٍ عَلٰى مَغْفِرَةِ الذُّنُوْبِ غَفَرْتُ لَه وَلَا أُبَالِىْ مَا لَمْ يُشْرِكْ بِىْ شَيْئًا

“যে ব্যক্তি জানলো ও বিশ্বাস করলো যে আমি গুনাহ মাফ করার ক্ষমতা রাখি এবং আমার সাথে কোন কিছুকে শরীক স্থাপন করলো না তাহলে আমি তাকে ক্ষমা করে দিবো, এ ক্ষেত্রে আমি কারও পরোয়া করবো না।”[2]

[1]. সহীহ আল জামি : ৪৩৪১, হাদীসটি সহীহ।

[2]. সহীহ আল জামি‘ : ৪৩৩০, হাদীসটি সহীহ।

১০.ভালো কাজ (হাসানাত) করাঃ

আমরা সবাই গুনাহ করি। আবার ভালো কাজও করি। কিন্তু জানি না যে, কোন ভালো কাজে কীভাবে বা কত পরিমাণ গুনাহ মাফ হয়। কুরআন-হাদীসে অনেক এমন ভালো কাজের কথা বলা আছে যা করা সামান্য সময়ের ব্যপার বা খুবই কম কষ্টে সেগুলো করা যায় কিন্তু সেগুলোর ফযীলত অনেক বেশি। কোন কোন ‘আমল আছে যা জীবনের সমস্ত গুনাহ মুছে দেয় যদিও তা সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ হয় আবার কোন ‘আমল রয়েছে গুনাহগার ব্যক্তিকে এমনভাবে নিষ্পাপ করে দেয় যেভাবে সে যেদিন মায়ের পেট থেকে জন্মলাভ করেছে আবার এমন কিছু ‘আমলও আছে যা গুনাহগারের জীবনের পূর্বের ও পরের সমস্ত গুনাহ মুছে দেয়। এসব ‘আমল যদি মানুষ জানত তাহলে তারা অবশ্যই তা করত।

কুরআন ও হাদীসে এমন অনেক ভালো কাজের কথা বর্ণিত হয়েছে যে কাজগুলো করলে আল্লাহ তা‘আলা মু’মিন-মুত্তাক্বীদের পাপসমূহ দূর করবেন এবং তাদের গুনাহগুলো মাফ করে দিবেন। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

“হে মু’মিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর তাহলে তিনি তোমাদের জন্য ফুরকান[1] প্রদান করবেন, তোমাদের থেকে তোমাদের পাপসমূহ দূর করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল।”[2]

অন্য এক আয়াতে তিনি আরও বলেন,

وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِه وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

''আর যে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তিনি তার পাপসমূহ মোচন করে দিবেন এবং তাকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতসমূহে, যার পাদদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হয়, সেখানে তারা স্থায়ী হবে। এটাই মহাসাফল্য।''[3]

আরেক আয়াতে তিনি বলেন :

وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِه وَيُعْظِمْ لَه أَجْرًا

''আর যে আল্লাহকে ভয় করে তিনি তার গুনাহসমূহ মোচন করে দেন এবং তার প্রতিদানকে বিশাল করে দেন।''[4]

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন :

وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِه أُولٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ - لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ - لِيُكَفِّرَ اللهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُون

''আর যে সত্য নিয়ে এসেছে এবং যে তা সত্য বলে মেনে নিয়েছে, তারাই হল মুত্তাকী। তাদের জন্য তাদের রব-এর কাছে তা-ই রয়েছে যা তারা চাইবে। এটাই মু'মিনদের পুরস্কার। যাতে তারা যেসব মন্দ কাজ করেছিল, আল্লাহ তা ঢেকে দেন এবং তারা যে সর্বোত্তম 'আমল করত তার প্রতিদানে তাদেরকে পুরস্কৃত করেন।''[5]

[1]. অর্থাৎ তিনি তোমাদের মধ্যে আন্তরিক দৃঢ়তা, বিচক্ষণ ক্ষমতা ও সুন্দর হিদায়াত সৃষ্টি করে দেবেন যার মাধ্যমে তোমরা হক ও বাতিলের পার্থক্য করতে পারবে। (যুবদাতুত্ তাফসীর)

[2]. সূরা আল আনফাল ০৮ : ২৯।

[3]. সূরা আত্ তাগা-বুন ৬৪ : ০৯।

[4]. সূরা আত্ব ত্বলাক্ব ৬৫ : ০৫।

[5]. সূরা আয্ যুমার ৩৯ : ৩৩-৩৫।

১১.ধৈর্যধারণ করাঃ

জীবন চলার পথে ধৈর্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয়। বিশেষ করে ঈমান আনার পরে ধৈর্যধারণ বেশি দরকারী। ধৈর্যের সাথে সাথে 'আমলে সালেহ করাও জরুরি। তাহলেই ক্ষমা মিলবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَّأَجْرٌ كَبِيرٌ

''তবে যারা সবর করেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্যই রয়েছে ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান।''[1]

[1]. সূরা হূদ ১১ : ১১।

১২.শির্ক ও পারস্পরিক শত্রুতা না থাকা অবস্থায় আমল পেশ হওয়াঃ

আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন :
تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا إِلاَّ رَجُلاً كَانَتْ بَيْنَه" وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا
“প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার জান্নাতের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করা হয়। এরপর এমন সব বান্দাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়, যারা আল্লাহর সঙ্গে শরীক স্থাপন করে না। তবে সে ব্যক্তিকে নয়, যার ভাই ও তার মধ্যে শত্রুতা বিদ্যমান। এরপর বলা হবে, এই দুজনকে আপোষ-রফা করার জন্য অবকাশ দাও, এই দু’জনকে আপোষ-রফা করার জন্য অবকাশ দাও, এই দু’জনকে আপোষ-রফার জন্য অবকাশ দাও।”[1]
আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,
تُعْرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ فِى كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ إِلاَّ عَبْدًا بَيْنَه وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ اتْرُكُوا - أَوِ ارْكُوا - هَذَيْنِ حَتَّى يَفِيئَا
“মানুষের ‘আমলনামা সপ্তাহে দু’বার সোমবার ও বৃহস্পতিবার পেশ করা হয়। এরপর প্রত্যেক মু’মিন বান্দাকে ক্ষমা করা হয়। তবে সে ব্যক্তিকে নয়, যার ভাই এর সাথে তার শত্রুতা আছে। তখন বলা হবে, এই দু’জনকে রেখে দাও অথবা অবকাশ দাও যতক্ষণ না তারা আপোষের দিকে প্রত্যাবর্তন করে।”[2]
[1]. সহীহ মুসলিম : ৬৭০৯।
[2]. সহীহ মুসলিম : ৬৭১২।

১৩.তাকওয়া অবলম্বন করা ও সঠিক কথা বলাঃ

ঈমানদাররা আল্লাহকে ভয় করে সর্বদা সঠিক কথা বললে আল্লাহ তাদের গুনাহ মাফ করে দিবেন।
আল্লাহ তা‘আলা বলেন :
يَاَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا - يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَه فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কাজগুলোকে শুদ্ধ করে দেবেন এবং তোমাদের পাপগুলো ক্ষমা করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই এক মহাসাফল্য অর্জন করল।”[1]

আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

يَاَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِه يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِه وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِه وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“হে মু’মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আন, তিনি স্বীয় রহমতে তোমাদেরকে দ্বিগুণ পুরস্কার দেবেন, আর তোমাদেরকে নূর দেবেন যার সাহায্যে তোমরা চলতে পারবে এবং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন। আর আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।”[2]

[1]. সূরা আল আহ্যাব ৩৩ : ৭০-৭১।

[2]. সূরা আল হাদীদ ৫৭ : ২৮।

গুনাহ মাফের দোয়াঃ

কুরআনে কারীমের কিছু আয়াত যেগুলো গুনাহ মাফের দু‘আর সাথে সম্পৃক্ত

১.رَبِّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ فَاغْفِرْ لِيْ

উচ্চারণ : রব্বি ইন্নী যলামতু নাফসী ফাগফিরলী।

অর্থ : হে আমার রব, নিশ্চয় আমি আমার নফ্সের প্রতি যুল্ম করেছি, সুতরাং আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন।[1]

২.أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ

অর্থ : আপনি আমাদের অভিভাবক। সুতরাং আমাদের ক্ষমা করে দিন এবং আপনি উত্তম ক্ষমাশীল।[2]

৩.رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ

উচ্চারণ : রব্বিগফির ওয়ারহাম ওয়া আনতা খাইরুর্ র-হিমীন।

অর্থ : হে আমাদের রব! আপনি ক্ষমা করুন, দয়া করুন এবং আপনিই সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।[3]

8.

رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

উচ্চারণ : রব্বানা- আতমিম লানা- নূরানা- ওয়াগফিরলানা- ইন্নাকা ‘আলা- কুল্লি শাইয়িন ক্বদীর।

অর্থ : হে আমাদের রব, আমাদের জন্য আমাদের আলো পূর্ণ করে দিন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন; নিশ্চয় আপনি সর্ববিষয়ে সর্বক্ষমতাবান।[4]

৫.

سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

উচ্চারণ : সামি‘না- ওয়া আত্বা‘না- গুফরা-নাকা রব্বানা- ওয়া ইলাইকাল মাসীর।

অর্থ : আমরা শুনলাম এবং মানলাম। হে আমাদের রব! আমরা আপনারই (নিকট) ক্ষমা প্রার্থনা করি, আর আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তনস্থল।[5]

৬.

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ... وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

উচ্চারণ : রব্বানা- তাক্বববাল মিন্না- ইন্নাকা আন্তাস্ সামী‘উল ‘আলীম। ওয়াতুব ‘আলায়না-, ইন্নাকা আনতাত্ তাওওয়া-বুর্ রহীম।

অর্থ : ‘হে আমাদের রব্! আপনি আমাদের পক্ষ হ’তে এটি কবূল করুন। নিশ্চয় আপনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ’। ‘আমাদের ক্ষমা করুন। নিশ্চয় আপনি অধিক তওবা কবূলকারী ও দয়াময়’।[6]

৭. ভুল-ভ্রান্তিবশতঃ কোন কাজ হয়ে গেলে তা থেকে ক্ষমা প্রার্থনার দু‘আ :

رَبَّنَا لَاتُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا

উচ্চারণ : রব্বানা- লা- তুআ-খিযনা ইন্নাসীনা- আও আখত্বা’না-।

অর্থ : ‘হে আমাদের রব্! আমাদের দায়ী করেন না যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি’।[7]

৮. কোন কাজ সহজ হওয়া ও কাজ সম্পাদনে ভুল-ত্রুটি ক্ষমা চাওয়া এবং বরকত চাওয়ার দু‘আ :

رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَه عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِه وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

উচ্চারণ : রব্বানা- ওয়ালা- তাহমিল ‘আলায়না ইসরান কামা- হামালতাহূ ‘আলাল্লাযীনা মিন ক্বলিনা- রব্বানা- ওয়ালা- তুহাম্মিলনা- মা-লা- ত্বা-ক্বাতা লানা- বিহী, ওয়া‘ফু ‘আন্না- ওয়াগফির লানা- ওয়ারহামনা- আনতা মাওলা-না- ফানসুরনা- ‘আলাল ক্বওমিল কা-ফিরীন।

অর্থ : ‘হে আমাদের রব্! আমাদের ওপর ভারী ও কঠিন কাজের বোঝা অর্পণ করেন না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তী লোকেদের ওপর অর্পণ করেছিলে। হে আমাদের রব্! আমাদের ওপর এমন কঠিন দায়িত্ব দিয়েন না যা সম্পাদন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের পাপ মোচন করুন, আমাদের ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি দয়া করুন। তুমিই আমাদের রব্! সুতরাং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করুন’।[8]

৯. গুনাহ মাফ ও জাহান্নামের ‘আযাব থেকে বাঁচার দু‘আ :

رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

উচ্চারণ : রব্বানা- ইন্নানা- আ-মান্না- ফাগফিরলানা- যুনূবানা- ওয়াক্বিনা- ‘আযা-বান্ন-র।

অর্থ : ‘হে আমাদের রব্! নিশ্চয় আমরা ঈমান এনেছি। অতএব আমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করুন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের ‘আযাব হ’তে রক্ষা করুন’।[9]

১০. জাহান্নামের ‘আযাব থেকে বাঁচার এবং ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করার জন্য দু‘আ :

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ 191 رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَه وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ 192 رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِيْ لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ193

অর্থ : ‘হে আমাদের রব্! তুমি এগুলিকে অনর্থক সৃষ্টি করেননি। মহা পবিত্র আপনি। অতএব আপনি আমাদেরকে জাহান্নামের ‘আযাব থেকে বাঁচান’! ‘হে আমাদের রব্! নিশ্চয় আপনি যাকে জাহান্নামে নিষ্পাপ করেন, তাকে আপনি লাঞ্ছিত করব। আর সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্যে তো কোন সাহায্যকারী নেই’। ‘হে আমাদের রব্! নিশ্চয় আমরা একজন আহবানকারীকে (মুহাম্মাদ) শুনেছি যিনি ঈমানের প্রতি আহবান করছেন এই বলে যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। অতঃপর সে মতে আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। অতএব হে আমাদের রব্! আমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করুন ও আমাদের দোষ-ত্রুটিসমূহ মার্জনা করুন এবং আমাদেরকে সৎকর্মশীলদের সাথে মৃত্যুদান করুন (অর্থাৎ তাদের মধ্যে শামিল কর)’।[10]

১১. আল্লাহর হুকুম অমান্য করার পাপ থেকে ক্ষমা চাওয়ার দু‘আ :

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

অর্থ : ‘হে আমাদের রব্! আমরা আমাদের নিজেদের উপর যুল্ম করেছি। এক্ষণে যদি আপনি আমাদের ক্ষমা না করেন ও দয়া না করেন, তাহ’লে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ব’।[11]

১২. নিজের ও ভাইয়ের জন্য ক্ষমা চেয়ে দু‘আ :

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِأَخِيْ وَأَدْخِلْنَا فِيْ رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

অর্থ : ‘হে আমার রব! আমাকে মাফ করো এবং আমার ভাইকে মাফ করো। এবং আমাদেরকে তোমার রহমতের মধ্যে প্রবেশ করাও। বস্তুত তুমিই শ্রেষ্ঠ দয়ালু’।[12]

১৩. অবৈধ ও নিষিদ্ধ বিষয়ের কামনা করলে যে পাপ হয়, তা ক্ষমার জন্য দু‘আ :

رَبِّ إِنِّيْ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِيْ بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِيْ وَتَرْحَمْنِيْ أَكُنْ مِّنَ الْخَاسِرِينَ

অর্থ : ‘হে আমার রব! আমি তোমার নিকট এমন বিষয়ে আবেদন করা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যে বিষয়ে আমার কোন জ্ঞান নেই। এক্ষণে যদি আপনি আমাকে ক্ষমা না করেন এবং আমার প্রতি দয়া না করেন, তাহ’লে আমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব’।[13]

১৪. সন্তানাদিসহ নিজে মুসল্লী হওয়া এবং পিতা-মাতা সহ সমস্ত মুসলিম ব্যক্তির জন্য দু‘আ (ইবরাহীম (আ.)-এর দু‘আ) :

رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ 40 رَبَّنَا اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ 41

অর্থ : ‘হে আমার রব! আমাকে ছালাত ক্বায়িমকারী করুন এবং আমার সন্তানদের মধ্য থেকেও। হে আমাদের রব্! আমার দু‘আ কবূল করুন’! ‘হে আমাদের রব্! আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে এবং ঈমানদার সকলকে ক্ষমা করুন যেদিন হিসাব দন্ডায়মান হবে’।[14]

১৫. আল্লাহর রহমত কামনা ও ক্ষমা চাওয়ার দু‘আ :

رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ

অর্থ : ‘হে আমাদের রব্! আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি, তুমি আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি রহম কর। তুমি তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু’।[15]

১৬. হিংসা-বিদ্বেষ দূর করার দু‘আ :

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

অর্থ : ‘হে আমাদের রব! আমাদেরকে ও আমাদের পূর্ববর্তী ভাইয়েরা যারা ঈমান এনেছে তাদের ক্ষমা কর, ঈমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের রব্! নিশ্চয় আপনি দয়ালু পরম করুণাময়’।[16]

১৭. কাফেরদের ওপর বিজয়ের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা :

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

উচ্চারণ : রব্বানাগফির লানা- যুনূবানা- ওয়াইসরা-ফানা- ফী আমরিনা- ওয়া সাব্বিত আক্বদা-মানা- ওয়ানসুরনা- ‘আলাল্ ক্বওমিল কা-ফিরীন।

অর্থ : ‘হে আমাদের রব! আমাদের পাপগুলো ক্ষমা করে দিন, আর আমাদের কাজে যতটুকু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে তাও মাফ করে দিন। আমাদেরকে দৃঢ় রাখুন এবং কাফেরদের ওপর আমাদেরকে সাহার্য করুন’।[17]

১৮. ফিতনা-ফাসাদ থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা :

رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ 4 رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيم5 ُ

উচ্চারণ : রব্বানা- 'আলায়কা তাওয়াক্কালনা- ওয়া ইলায়কা আনাবনা- ওয়া ইলায়কাল মাসীর। রব্বানা- লা- তাজ্'আলনা- ফিতনাতাল লিল্লাযীনা কাফারূ ওয়াগফিরলানা- রব্বানা- ইন্নাকা আন্তাল্ 'আযীযুল হাকীম।

অর্থ : 'হে আমাদের রব! আমরা আপনার ওপরই ভরসা করেছি, আপনার দিকেই মুখ করেছি এবং আপনার দিকেই আমাদের ফিরে যেতে হবে। হে আমাদের রব্! আপনি আমাদেরকে কাফেরদের জন্য পরীক্ষার পাত্র করবেন না। হে আমাদের, রব্! আপনি আমাদের ক্ষমা করুন, নিশ্চয় আপনি মহা শক্তিধর ও প্রজ্ঞাময়'।[18]

১৯. বালা-মুসীবাত ও মহামারির সময় পিতা-মাতা ও মু'মিনদের রক্ষার জন্য ও যালিমদের ধ্বংসের জন্য নূহ (আ.)-এর দু'আ :

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَّلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا

উচ্চারণ : রব্বিগফিরলী ওয়ালি ওয়া-লি দাইয়্যা ওয়ালিমান দাখালা বায়তিয়া মু'মিনাও ওয়ালিল মু'মিনীনা ওয়াল মু'মিনা-তি ওয়ালা- তাযিদিযয-লিমীনা ইল্লা- তাবা-রা-।

অর্থ : 'হে আমার রব্! আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে ক্ষমা করুন, আর যে ব্যক্তি আমার বাড়ীতে মু'মিন অবস্থায় প্রবেশ করবে তাকে ক্ষমা করুন এবং সকল মু'মিন নর-নারীকে ক্ষমা করুন। আর যালিমদের ধ্বংস বৃদ্ধি করুন'।[19]

২০. পাপ ক্ষমা চেয়ে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার জন্য দু'আ :

رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

উচ্চারণ : রব্বানা- ইন্নানা আ-মান্না- ফাগফিরলানা- যুনূবানা-, ওয়া ক্বিনা- 'আযা-বান্না-র।

অর্থ : 'হে আমাদের রব! আমরা ঈমান এনেছি, অতএব আপনি আমাদের গুনাহ ক্ষমা করে দিন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন হ'তে রক্ষা করুন'।[20]

[1]. সূরা আল ক্বসাস ২৮ : ১৬।

[2]. সূরা আল আ'রাফ ০৭ : ১৫৫।

[3]. সূরা আল মু'মিনূন ২৩ : ১১৮।

[4]. সূরা আত্ তাহরীম ৬৬ : ০৮।

[5]. সূরা আল বাক্বারাহ্ ০২ : ২৮৫।

[6]. সূরা আল বাক্বারাহ্ ২ : ১২৭-২৮।

[7]. সূরা আল বাক্বারাহ্ ০২ : ২৮৬।

[8]. সূরা আল বাক্বারাহ্ ০২ : ২৮৬।

[9]. সূরা আ-লি 'ইমরা-ন ৩ : ১৬।

[10]. সূরা আ-লি ‘ইমরা-ন ০৩ : ১৯১-১৯৩।
[11]. সূরা আল আ‘রাফ ০৭ : ২৩।
[12]. সূরা আল আ‘রাফ ০৭ : ১৫১।
[13]. সূরা হূদ ১১ : ৪৭।
[14]. সূরা ইব্রা-হীম ১৪ : ৪০-৪১।
[15]. সূরা আল মু’মিনূন ২৩ : ১০৯।
[16]. সূরা আল হাশ্র ৫৯ : ১০।
[17]. সূরা আ-লি ‘ইমরা-ন ০৩ : ১৪৭।
[18]. সূরা আল মুমতাহিনাহ্ ৬০ : ৪-৫।
[19]. সূরা নূহ ৭১ : ২৮।
[20] সূরা আ-লি ‘ইমরা-ন ০৩ : ১৬।

উপসংহারঃ

গুনাহ বা পাপ একজন ব্যক্তির আত্মিক, মানসিক এবং সামাজিক জীবনে মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এটি শুধু আল্লাহর অবাধ্যতা নয়, বরং মানুষের অন্তরকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে, শান্তি ও বরকত হ্রাস করে এবং সমাজে অনৈতিকতা ও বিশৃঙ্খলার জন্ম দেয়। গুনাহের পরিণতি দুনিয়াতেই যেমন দেখা যায় — মানসিক অস্থিরতা, সম্পর্কের অবনতি,

সমাজে অপরাধ বৃদ্ধির মাধ্যমে — তেমনি আখিরাতেও এর শাস্তি অত্যন্ত ভয়ানক। তাই গুনাহ থেকে দূরে থাকা, তওবা করা এবং সৎকর্মে লিপ্ত হওয়া প্রতিটি ঈমানদারের একান্ত কর্তব্য। এভাবে একজন ব্যক্তি কেবল নিজের নাজাতই নিশ্চিত করতে পারে না, বরং একটি শান্তিপূর্ণ ও নৈতিক সমাজ গঠনে অবদান রাখে

গুনাহে নিমজ্জিত মুসলিম উম্মাহকে গুনাহের মহাসমুদ্র থেকে উদ্ধারের জন্য মহান আল্লাহ যেমন নিজের নাম রেখেছেন গাফুর, গাফ্ফার, রহমান, রহীম, তাওয়াব তেমনি তিনি এমন কিছু পদ্ধতি ও ‘আমল তাঁর রাসূল (সা.)-এর মাধ্যেমে শিক্ষা দিয়েছেন যা করলে কোন গুনাহগার বান্দা আর গুনাহে নিমজ্জিত বা গুনাহযুক্ত থাকবে না। আমরা কুরআন ও গ্রহণযোগ্য হাদীসের আলোকে বেশ কিছু ‘আমল বর্ণনা করেছি যেগুলো কোন পাপী বান্দা যদি তার জীবনে বাস্তবায়ন করে তাহলে তার ‘আমলনামায় আর কোন গুনাহ থাকতে পারে না।

আল্লাহ তা‘আলা স্বল্প সংখ্যক দু’চারটি গুনাহ মাফের উপায় না রেখে পরম দয়া করে অনেকগুলো উপায় রেখেছেন যেন তার কোন বান্দা গুনাহ করে হতাশ না হয় এবং না বলতে পারে যে, শয়তান আমাদের বিভ্রান্ত করে গুনাহ করাচ্ছে কিন্তু গুনাহ থেকে পরিত্রাণের কোন উপায় নেই। তাই আল্লাহ তা‘আলা বান্দাকে গুনাহমুক্ত করার জন্য এতগুলো গুনাহ মাফের উপায়ের ব্যবস্থা করেছেন।

আমি আমার নিজেকে সহ সকল মুসলিম ভাই-বোনদের জন্য নসীহত করছি যে, আসুন কুরআন ও হাদীসের আলোকে বর্ণিত গুনাহ মাফের উপায়গুলো অবলম্বন করে নিজেকে গুনাহমুক্ত করি এবং গুনাহ থেকে মুক্তির জন্য অনুসৃত শির্কী ও বিদ্‘আতী পদ্ধতি ও ‘আমল বর্জন করি। আল্লাহর সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখি যে, তিনি আমাদের সকল গুনাহ মাফ করে জান্নাত দান করবেন।

গুনাহসহ মৃত্যুবরণ করলে আর কিছু করার থাকবে না। তাই মৃত্যুর পূর্বেই ইস্তিগফার, তাওবাহ্ ও বিশুদ্ধ ‘আমলগুলো করার মাধ্যমে গুনাহমুক্ত হয়ে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হওয়ার চেষ্টা করাই বুদ্ধিমানের কাজ। যদিও আল্লাহ চাইলে কোনো কারণ ছাড়াই যাকে ইচ্ছা তাকে মাফ করে দিতে পারেন এবং দিবেনও। কিন্তু কেউ তো জানে না যে, সে আল্লাহর দয়া পাবে কি পাবে না। তাই গুনাহ মাফের সর্বোচ্চ চেষ্টা করে আল্লাহর দয়ার অপেক্ষায় থাকা উচিত।

আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন আমাদের গুনাহগুলো মাফ করে তার সাথে নিষ্পাপ অবস্থায় সাক্ষাৎ করার তাওফীক দান করুন এবং আমাদেরকে সহজে জান্নাতে প্রবেশের সুযোগ দান করুন। আ-মীন।

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد الأنبيا والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين

[1]গুনাহ-এর প্রকারভেদ

[2]সব গুনাহ কি মাফ হয়?

[3]গুনাহ মাফের উপায়ের প্রকারভেদ

[4]গুনাহ মাফের উপায়সমূহ

[5]গুনাহ মাফের দু‘আ

[6]উপসংহার (আংশিক)

[শাহাদাৎ হুসাইন খান ফয়সাল (রহ.) এর রচিত ‘গুনাহ মাফের উপায়’ ১ম,২য়,৩য় অধ্যায় কতৃক সহায়তাপ্রাপ্ত]

[যবনিকা]